ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 April, 2024 ■ আগরতলা ৭ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

### আনন্দনগর নির্বাচনী সমাবেশে

## বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে একটিও রাজনৈতিক খুন হতে দেয়নি ঃ বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটিও রাজনৈতিক খুন হতে দেয় নি। সিপিএমের রাজত্বে বহু কংগ্রেস কর্মীর খুন হয়েছিল। আজ আনন্দনগর ময়দানে নির্বাচনী সমাবেশে এমনটাই দাবি করলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন রাষ্ট্র নির্মাণের নির্বাচন। তাই শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট অস্তিত্ব বাঁচানোর স্বার্থে কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করেছে। কিন্তু কেরলে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কেরলে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এই হল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টের আসল চরিত্র।

এদিন তিনি আরও বলেন, সিপিএমের রাজত্বে বহু কংগ্রেস কর্মী ঘর ছাড়া হয়েছেন, বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। আজ রাজ্যে বামগ্রেসের মিতালি হয়েছে। ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করবেন।

তাঁর কথায়, সিপিএম কখনো মহিলাদের সম্মানের চোখে দেখত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের স্বনির্ভর করতে প্রায়স চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি মহিলা কর্পোরেটর ,সংসদ,বিধায়ক রয়েছে। সিপিএম ও কংগ্রেসের কাছে মহিলাদের কোনো স্থান নেই।

তাঁর কথায়, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করবে ঃ মানিক

### বনকুমারীতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষের সমর্থনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদি বিজেপি কৌশল করে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করবে। তাই বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য আওয়াজ উঠেছে। আজ ইন্ডি জোটের প্রার্থী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহার সমর্থনে বনকুমারী বাজারে নির্বাচনী সমাবেশে এভাবেই জনগণকে বিজেপির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন তিনি বলেন, সংবিধানে নাগরিকত্ব পেতে গেলে ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তা লেখা নেই। ধর্ম গ্রহণ না করলে নাগরিকত্ব হারাতে হবে। এটা ভুল। রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম হতে পারে না। সমস্ত ধর্ম রাষ্ট্রের চোখে সমান। বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র নেতৃত্ব অনুরাগ দেখাতে পারবেন না। তাহলে দেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন লাগু করেছে কেন বলে প্রশ্ন করেছেন। ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে ভাগ করে দিতে চাইছে আরএসএস পরিচালিত এদেশের বিজেপি সরকার।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় জঙ্গলের শাসন চলছে। মায়েরা বোনেরা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন পুলিশ তাদের মামলা নিচ্ছে না। পুলিশ বিজেপির মন্ডলের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন রাস্তায় লাশ পড়ে থাকছে। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জনমুখী সরকার, বিকল্প সরকার গঠন করার চেষ্টা করুন। দেশের মধ্যে ফ্যাসিজম চলছে। ফ্যাসিস্ট কায়দায় কালো আইন তৈরি করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল কম ভোট পেয়েও সরকারের মসনদে বসতে পেরেছে। বিজেপি সরকার ভয় পেয়েছে তাই তারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অর্ধশতাধিক লোকের কর্মসংস্থান বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে জনমনে!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** প্রশাসনিক জটিলতা ও সরকারি উদাসীনতায় একটি এলাকার অর্ধ শতাধিক লোকের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেল ।ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার লেম্বুতলী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

খবর নিয়ে জানা গেছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আগরতলার একজন সমাজসেবী ও তথা শিক্ষাবিদ লেম্বুতলী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন ।যাকে এলাকার সাধারণ মানুষরাও স্যার বলেই সম্বোধন করতেন ।দীর্ঘদিন একই এলাকায় চাকরি করার সুবাদে তিনি এই এলাকার মানুষের জন্য কিছু একটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কুড়ি বছর আগে ।তখন নিজের ঘাটের কড়ি খরচ করেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার প্রায় কুড়ি কানি জায়গা ক্রয় করে একটি ফার্ম গড়ে তুলেছিলেন।

সুদূর অস্ট্রেলিয়া,রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে খুবই উন্নত প্রজাতির প্রায় ২০০ টি গরু এখানে এনে গড়ে তুলেছিলেন এই ফার্মটি ।ফলে পুরুষ মহিলা সহ কম করেও ৫০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল তখন ।আর এই ফার্মের গরুর গোবর দিয়ে বায়ু গ্যাসের প্রজেক্ট শুরু করেছিলেন যা দিয়ে পুরো ফার্মের লোকরার রান্নাবান্না থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজকর্মও চলত।

এরপর সোলার প্রজেক্ট থেকে মোটর দিয়ে জল তোলা,মাছ চাষ, সবজি চাষের পাশাপাশি আম বাগান,লিচু বাগান,নারকেলের মত বিভিন্ন বাগানও গড়ে তোলা হয়েছিল ।মোট কথা এই ফার্মটি লেম্বতলী এলাকার মধ্যে একটি মডেল হিসাবে উঠে এসেছিল। বেশ কয়েক বছর ভালোই চলছিল এই ফার্মটি তাছাড়া এলাকার মানুষও ছিল খুবই খুশি কারণ কৃষি কাজের জন্য স্বল্প মূল্যে গোবর পাওয়া, গরুর দুধ থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের একটা স্থায়ী সমাধান হয়েছিল ।তাছাড়া ফার্মে প্রাণী চিকিৎসকের নিয়মিত যাতায়াতের ফলে এলাকার মানুষের বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

### কাঞ্চনপুরে কৃতি সিং'র রোড শোতে মুখ্যমন্ত্রী

## মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া বিজেপির বিশাল জয় নিশ্চিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি কাঞ্চনপুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া লোকসভা নির্বাচনে বিশাল জয় নিশ্চিত করবে। আজ কাঞ্চনপুরে নির্বাচনী রোডশোর শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের শুরু একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। আজ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মার সামথ্যে কাঞ্চনপুরে নির্বাচনী রোডশোর আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, মহারানী কৃতি সিং দেববর্মার , মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের রোডশো শেষে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি কাঞ্চনপুরবাসীর এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া বিশাল জয় নিশ্চিত করবে। কাঞ্চনপুরে রোড শোতে জাতি-জনজাতিদের মধ্যে বিপুল উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়েছে।

## কংগ্রেস যেখানে থাকে সেখানে বিকাশ সম্ভবই নয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

**আজমের, ৬ এপ্রিল (হি.স.) ।।** কংগ্রেস যেখানে থাকে সেখানে বিকাশ সম্ভবই নয়। অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার রাজস্থানের আজমের-এ নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'যেখানে কংগ্রেস থাকে সেখানে উন্নয়ন হতে পারে না। কংগ্রেস কখনই গরিবদের কথা চিন্তা করেনি অথবা বঞ্চিত, শোষিত ও যুবকদের কথা ভাবেনি। কংগ্রেসকে পরিবারতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলেও আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গতকাল কংগ্রেস পার্টি মিথ্যার বান্ডিল প্রকাশ করেছে, তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। প্রতিটি পাতায় ভারত ভেঙে ফেলার গন্ধ। স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগে যে চিন্তাভাবনা ছিল কংগ্রেসের ইস্তেহারে সেই একই চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। মোদী বলেছেন, কংগ্রেস তৎকালীন মুসলিম লীগের চিন্তাধারা বর্তমান ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এখন কংগ্রেসের কোনও নীতি অবশিষ্ট নেই। মনে হচ্ছে কংগ্রেস সবই চুক্তিতে দিয়েছে, পুরো কংগ্রেস পার্টিকে আউটসোর্স করা হয়েছে।

### ভোট প্রচারে রাজ্যে আসছেন খার্গে, সোনিয়া রাহুল, প্রিয়াঙ্কা

***নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।*** *পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের কংগ্রেস প্রার্থী আশিস সাহার সমর্থনে প্রচার চালানোর জন্য মোট ৪০ জন তারকা প্রচারকদের নাম ঘোষণা করলো কংগ্রেস দল। তাঁদের মধ্যে মল্লিকার্জুন খার্গে, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা, কে সি ভেনুগোপাল, জয়রাম রমেশ,সুদীপ রায় বর্মন, বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা।*

## দেশের উর্ধ্বে কেউ নয়, মোদি নিজেকে মহান মনে করছেন ঃ সোনিয়া



**জয়পুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) ।।** দেশের উর্ধে কেউ নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেকে মহান মনে করছেন, শনিবার এই মন্তব্য করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য সোনিয়া গান্ধী। তিনি এদিন আরও বলেন, কেউ দেশের উপরে নয়, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেকে মহান মনে করেন। এই দেশ গুটিকয়েক মানুষের সম্পত্তি নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। জয়পুরের বিদ্যাধরনগর স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ইস্তেহার "ন্যায়পত্র" প্রকাশের পর আয়োজিত জনসভায় ভাষণে একথা বলেন সোনিয়া গান্ধী।তিনি এদিন আরও বলেন, আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা তাদের সংগ্রামের শক্তিতে দেশের স্বাধীনতার সূর্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এত বছর পর সেই সূর্যের আলো নিভে গেছে। আমাদের সংকল্প হওয়া উচিত যে আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং ন্যায়ের আলো ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। গত ১০ বছর ধরে, আমাদের দেশ এমন একটি সরকারের হাতে রয়েছে যারা বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকটকে বাড়াতে কোনও কসরত ছাড়েনি। মোদী সরকার যা করেছে তা আমাদের সামনে রয়েছে। তাই এই সময়টা হতাশার ভরা, তবে জেনে রাখুন হতাশার সঙ্গে আশারও জন্ম হয়। আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে আমাদের কংগ্রেস সহকর্মীরা তাদের ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হাজার হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবেন।

## শারীরিক নির্যাতনের শিকার দুই সন্তানের জননী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর,৬ এপ্রিল ।।** বছরের পর বছর রাজনৈতিক পরিচয়কে সামনে রেখে একদিকে প্রলোভন আরেকদিকে সমানভাবে ভয়-ভীতি, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ধর্ষিতা এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন দুই সন্তানের মধ্যবয়স্কা জননী। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গুণধর সেই বাম যুবনেতা তাত্ত্বিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ধর্ষককে নিজেদের জালে তুলে নিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যানপুর থানা এলাকার গোপালনগর এর বাসিন্দা মৃত ফণীভূষণ দাসের তৃতীয় পুত্র পার্থ দাস কল্যাণপুর থানা এলাকার কোন একটা গ্রামে এক নিরীহ পরিবারের এই সর্বনাশ করেছে। জানা গেছে পারিবারিক পরিচয় এর ভিত্তিতে ধর্ষক পার্থ গৃহ-শিক্ষকতার আড়ালে গৃহ কর্তীকে নিজের সূচতুর কামনার জালে তুলে ফেলে। একটা সময়ে ২০২৩এ সরকার পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে সরকারি চাকরি প্রদান করা হবে এই দাবির ভিত্তিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট মহিলা বারবার বাম যুবনেতা পার্থকে এভাবে ওই মহিলার অসহায়ত্ব যাতে ব্যবহার না করে কাতর ভাবে আবেদন জানাতে থাকলেও কমিউনিস্ট মতাদর্শের পার্থ কর্ণপাত করেনি। জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই শারীরিক সম্পর্কের মুহূর্তকে মোবাইলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গার্হস্থ হিংসার বলি বধূ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ এপ্রিল ।।** গার্হস্থ হিংসার বলি হয়ে আরো একটা তরতাজা প্রাণ ঝরে পড়ল এবং আমাদের গোটা সমাজের সামনে ব্যাপক প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করল বলা যায়। ঘটনাস্থল কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত গৌরাঙ্গটিলা বাজার এলাকায় বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনৈক প্রদীপ নাথ চৌধুরীর সাথে বছর ৬ আগে খোয়াইয়ের জাম্বুরা গ্রামের প্রতিমা নাথের সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। কিছুদিন ভালো থাকলেও এরপর থেকেই পরিবারে বিভিন্ন কারণে সমস্যা তৈরি হতে থাকে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে পারিবারিক কিছু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইভিএম কমিশনিং শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসন ও রামনগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে ইভিএমের কমিশনিং শুরু হয়েছে। আগরতলায় লোকসভা ও রামনগর উপনির্বাচনে ইভিএমের কমিশনিং আজ উমাকান্ত স্কুলের অডিটরিয়ামে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই কমিশনিং-র কাজ আগামীকালও চলবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিন রিটার্নিং অফিসার ডাঃ বিশাল কুমার জানিয়েছেন,পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন এবং রামনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বরাদ্দ ইভিএম রয়েছে তার বিস্তারিত তুলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে মোট ২৮ লাখ ৬০ হাজার ২৮৭ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।।** লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় মোট ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার ২৮৭ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৪৪ জন, মহিলা ভোটার ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭৪ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ৬৯ জন ভোটার আছেন।

এদিকে, সর্বপ্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ওই ভোটাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫২৬ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৩৩ জন, মহিলা ভোটার ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৩৭জন, তৃতীয় লিঙ্গের ৫৬ জন ভোটার আছেন। তেমনি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৬১ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন।

তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২ হাজার ৫১১ জন, মহিলা ভোটার ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৬১ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ১৩ জন ভোটার আছেন।

তেমনি সর্বপ্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পঁচাশির উর্ধে মোট ভোটার রয়েছেন ১৮ হাজার ৫৩৮জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৩৭জন, মহিলা ভোটার ১১ হাজার ১০১ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নেই। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৯ হাজার ৫৯৬ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩ হাজার ৭৬৮ জন, মহিলা ভোটার ৩ হাজার ৬৬৯ জন আছেন। তেমনি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৮ হাজার ৯৪২ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩ হাজার ৬৬৯ জন, মহিলা ভোটার ৫ হাজার ২৭৩ জন আছেন।

রাজ্যে দিব্যাঙ্গ ভোটের সংখ্যা ১৯ হাজার ২২৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৭১ জন, মহিলা ভোটার ৭হাজার ৪৫৪ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নেই। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৮ হাজার ২১৩ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৫ হাজার ১৭১ জন, মহিলা ভোটার ৩ হাজার ৪২ জন আছেন। তেমনি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ১১ হাজার ১২ জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬০০ জন এবং মহিলা ৪ হাজার ৪১২ জন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৭৮ ▫ ৭ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২৪ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## কড়া জবাব ভারতের

পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির নেতাদের হত্যার অভিযোগ পুরোপুরি নাকচ করিয়া দিয়াছে দিল্লি। গোটা বিশ্বের দরবারে ভারতের ঐতিহ্য ও সুনাম বিনষ্ট পরিবার লক্ষ্যেই এই ধরনের চক্রান্ত করা হইতেছে বলেও ভারতের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সরাসরি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি খারিজ করা হইয়াছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বিদ্বেষমূলক। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে গিয়া জঙ্গিদের হত্যার মারাত্মক অভিযোগ করা হয়। সন্ত্রাস দমন করিতে ভারত পাকিস্তানে বিভিন্ন জঙ্গিদের নিশানা করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়। এর প্রত্যুত্তরে কড়া জবাব দিল বিদেশ মন্ত্রক। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানানো হইল বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। একইসঙ্গে ভারত-বিরোধী প্রচার করা হইতেছে বলিয়াও জানানো হইয়াছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কড়া ভাষায় বলিয়াছেন, “অন্য দেশে গিয়া হত্যা করা ভারত সরকারের নীতি নয়। পাকিস্তানের তরফেও দাবি করা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের স্লিপার সেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। তারাই ভিন দেশে গিয়া এই হত্যা অভিযান চালাইতেছে বলিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছে।গত পাঁচ বছরে ৬ জনেরও বেশি ভারতবিরোধী জঙ্গি নেতার মৃত্যু হইয়াছে পাকিস্তানে। কেউ খুন হইয়াছে, কারও বা ‘রহস্যমৃত্যু’ হইয়াছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল উঠিয়াছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘র’ দিকে। সাম্প্রতিক সময়ে পাক মাটিতে মৃত্যু হওয়া জঙ্গিনেতাদের তালিকায় রহিয়াছে, লস্কর-ই-তইবার নেতা আক্রম খান, আক্রম গাজি, আনদান আহমেদ, মৌলানা জিয়াউর রহমান এবং মুফতি কায়সর ফারুক।২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী লস্কর নেতা আজম চিমা, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটের লস্কর কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ ওরফে আবু কাসিম, পঠানকোট হামলার মূল চক্রী, জইশ-ই-মহম্মদ নেতা শাহিদ লতিফ, ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিলএবং তেহরিক-উল-মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক শেখ জামিল-উর-রহমান, হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার বশির পীর, খলিস্তান লিবারেশন ফোর্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লখবীর সিংহ রোড়ে, খলিস্তান কমান্ডো ফোর্সের প্রধান পরমজিৎ সিংহ পঞ্জওয়ারও রয়েছে এই তালিকায়।এর আগে কানাডা ও আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে ভিন দেশের মাটিতে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আনিয়াছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সংসদে দাবি করিয়াছিলেন, খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারতের হাত রহিয়াছে। যদিও ভারত সেই অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। আমেরিকাও আরেক খালিস্তানি জঙ্গি গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুনের উপরে প্রাণঘাতী হামলায় ভারতের ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল।ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমের এই দাবিকেই ‘মিথ্যা’ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে বিদেশ মন্ত্রক। ভারত বিরোধী প্রচার চালানোর উদ্দেশেই এই ধরনের মিথ্যা প্রচার । ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই রিপোর্টকে অস্বীকার করেন। তাঁহার বক্তব্য, পুরোপুরি ভুল তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। এমন কোনও ঘটনার সঙ্গে ভারত জড়িত নয়। ভারত বিরোধী যে কোন মন্তব্য থেকে বিরত থাকিবার জন্য ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

## চৈত্রে বেলাগাম গরম, ৭ এপ্রিলের পর দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): এখনও বৈশাখ মাস আসেনি। এপ্রিলের শুরু থেকেই গরমের দাপটে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষজন। গরম এখনও কমেনি, তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা সকলের। পশ্চিমের জেলাগুলি ইতিমধ্যেই তাপপ্রবাহ জ্বলেছে। এ সবের মধ্যেই চোখ রাঙাচ্ছে কালবৈশাখীও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৬ এপ্রিলের পর পশ্চিমের জেলা এবং ৭ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।স্বস্তির বার্তা বয়ে আনছে বঙ্গোপসাগরের উচ্চচাপ বলয়। উচ্চচাপ বলয়টি পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া সাগরের উপরে সরে আসছে। তাই জলীয়বাষ্প ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে, জলীয়বাষ্প যত ঢুকবে ততই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। এদিকে জলীয়বাষ্পর আগমণে শরীর থেকে ঘাম যেমন ঝরবে, তেমনই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

## ফের শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে, ১১-১৫ এপ্রিল আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশের বিভিন্ন রাজ্য যখন গরমে নাজেহাল, তখন বৃষ্টিতে ভিজেছে কাশ্মীর উপত্যকা, বৃষ্টি হয়েছে জম্মুতেও। এবার আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে, আবারও শুষ্ক হয়ে উপত্যকার আবহাওয়া। এই সময়ে তাপমাত্রায় তারতম্য দেখা যেতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। এরপর ১১-১২ এপ্রিল হালকা বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও তুষারপাতও হতে পারে। এরপর ১৩-১৫ এপ্রিলও জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বারবার আবহাওয়া বদলের কারণে জম্মু ও কাশ্মীরে তাপমাত্রার ওঠানামা দেখা যেতে পারে।

## বিগত ১০ বছরে মোদীজির নীতি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানালেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ নাড্ডা লিখেছেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি দলের সমস্ত বরিষ্ঠ নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যারা ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী সংগঠনকে প্রসারিত করেছেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

নাড্ডা এক্স-এ আরও লিখেছেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সমস্ত বিজেপি কর্মীরা ”বিকশিত ভারত গড়ার” অঙ্গীকার নিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছেন। বিগত ১০ বছরে মোদীজির নীতি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। আমি দলের প্রত্যেক কর্মীকে মা ভারতীর সর্বাত্মক অগ্রগতির জন্য নিজ নিজ কর্তব্য পালনের আবেদন জানাই।’

# নিঃশেষে সব মুছে আছে তাঁরা আলোকবর্ষ দূরে, তারাহীন নীল অন্ধকারে’....

ড. সুরেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যাস্ত হয়েছে অনেকক্ষণ। ক্ষণপদ চাঁদ যেন রাজার দানের রৌপ্যমুদ্রা। হয়তো বা মিলিয়ে যাবে ক্ষণিকেই। কিন্তু রাত্রির গাঢ় অন্ধকার লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বেড়াজালে বন্দি করেছে তাকে। হারানো ভয় নেই তাই। আকাশগঙ্গার প্রবাহী ছায়া উন্মুক্ত বক্ষে আলিঙ্গন করছে দিগন্তকে। পৃথিবীর বুকে বৃক্ষরাজী যেন কালোপাহাড়। বহু অন্ধবিশ্বাসের মাটি ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। দখিনা বাতাসে তাদের প্রত্যয়ী আন্দোলন পতাকাহীন স্থির রথের মতো। নিশুতি এই রাতের মায়া যেন যাত্রা শেষের স্মৃতির অনুতপ্ত বাঁশির শব্দ, যা ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দেয় কোন বিষাদের সুর...! পুরাতন কোন অনুভবের বিরহী পরা বাকঅপেক্ষা করছে উন্মোচনী রাত্রির প্রান্তদেশে। রাত্রির অবসানে ভারের বাতাস তখন নিষ্কাম আত্মা। অন্ধকারের ইন্দ্রিয় জয় করে প্রবাসী আলো নিশ্চুপ-নিবিড় বনভূমির মতো বিস্তৃত হচ্ছে। সন্ধিমূলক পরাজয়ে অন্ধকারের নির্বাসনে সকালের নির্মল আলো উপাদৃত নেত্রে চারিদিকে বিস্তৃত। আজ এক দায়িত্ব মুখরিত দিন। ঔৎসুক যন্ত্রণায় কাতর আমি। আমাদের সংসদের সেমিনারের একটি দিনের সভাপতি হিসেবে পদ্মশ্রী ড় রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। আশির দশকের শেষের দিক। আমি তখন সংসদে স্কলার হিসেবে আবাসিক। সন্তোষপুর, মাতৃমন্দিরের উদ্দেশ্যে সংসদ থেকে বেরিয়ে পড়লাম এক পড়ন্ত বিকেলে। পথে যেতে যেতে নানা ভাবনা মাথায়...। এমন মহান মানুষের এত কাছাকাছি সাক্ষাৎ হবে এই প্রথমবার। এর আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মহাপুরুষের এপিগ্রাফিক ক্লাস করেছি। স্যার তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সেই সময় স্যারের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়নি কখনও। কেমনই বা হবে প্রথম সাক্ষাৎ...! কীভাবে আচরণ করবই বা তাঁর সাথে! এমন কোনও কথা অজান্তে বলে ফেলি, যার ফলে স্যার যদি কষ্ট পান। কিংবা স্যার যদি আমাদের আমন্ত্রণ না রাখেন বা ফিরিয়ে দেন। তিনি তো এতো মহান মানুষ, এমন কতোশত আমন্ত্রণ আসে তাঁর কাছে প্রতিদিন। আমাদের ডাকে সাড়া দেবেনই বা কেন? নানা ভাবনার এলোমেলো ঝাপটায় নিজেকে বাঁচিয়ে পৌঁছলাম সন্তোষপুর-মাতৃমন্দির। কিন্তু আমার ভাবনার দ্বৈরথ হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল দেখি, স্যারের দরজায় তালা দেওয়া। এই অবস্থায় কী করা উচিত না বুঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। দরজার বাইরে কলিং বেল স্পর্শকাতর মণির মতো। একবার মনে হয় সেটি বাজিয়ে দেখা উচিত, হয়তো বা বাড়ির ভেতরে কেউ থাকতে পারেন। কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হল, এই রকম সম্মাননীয় মানুষের বাড়িতে কলিং বেল বাজিয়ে শব্দ তৈরি করে নিজের উপস্থিতি জানানোর স্পর্ধা আমার নেই। এই রকম নানা ভাবনায় বিভোর হয়ে ফিরে যাওয়াই মনস্থির করলাম। সংসদে ফিরে স্যার (ড় ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী), বড়দা (ড. গোপাল মিত্র)-কে সবা বললাম। ওনারা বুঝিয়ে দিলেন আমার কলিং বেল বাজানা উচিত ছিল তখন। পরের দিন আবার গেলাম মাতৃমন্দির। সাহস করে কলিং বেল বাজালাম। একটু পরেই দেখতে পেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত মূর্তিকে। চাবি হাতে নিজেই এসেছেন দরজা খুলতে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। দুই প্রত্যয়ী মুখে সবাইকে আপন করে নেওয়ার স্মিত হাসি। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই প্রণাম জানিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম। সাময়িক পরিচয়ের পর বৈঠকখানায় বেতের চেয়ার দেখিয়ে স্যার বসতে বলে নিজে ভেতরে গেলেন। সম্ভ্রমের চাপা উত্তেজনায় তখন অস্থির আমি। এমন মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে বসব কী করে। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইলাম। একটু পরেই দেখি স্যার নিজেই প্লেটে করে মিষ্টি এবং জল নিয়ে এসেছেন। আবার আমায় বসতে আদেশ করলেন তিনি। স্যারও আমার সামনে মিষ্টি এবং জল রেখে খেতে বলে নিজেও বসলেন চেয়ারে। আসার উদ্দেশ্য আগেই বলেছি আমি। স্যার আমাদের সেমিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকতে আগ্রহী হলেন। আমি নিশ্চিন্ত। এবার শুরু হল পরিচয় পর্ব। নিমেষেই স্যারের সঙ্গে যেন পুরনো কোনও আত্মীয়তা নিবিড় হয়ে উঠল। কত সহজেই এমন মহান মানুষ আমার মতো একজন নগন্য ছাত্রকে আপন করে নিলেন...! কিছুক্ষণ পরে উঠে আসার পালা। স্যার বললেন, “দেখো বাবা, তুমি যখন আমায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছো, অনুষ্ঠানের দিন তুমিই আমাকে নিতে আসবে আর অনুষ্ঠানের পরে তুমিই আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে”। আমি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে হাত জোড় করে হ্যাঁ বললাম। স্যার আবার রসিকতা করে বললেন, “দখো বাবা, বর করে নিয়ে গিয়ে যেন বরযাত্রী করে ছেড়ে দিও না।” স্যারকে প্রণাম করে ফেরার পথে, আমন্ত্রণ করতে যাওয়ার সময়ের গুরুগম্ভীর উত্তেজনা এখন উৎফুল্ল আনন্দে পরিণত হয়েছে। বুকে শান্তি এবং স্বস্তি। এক পবিত্র আনন্দে ভরে গেছে মন। স্যারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এই স্মৃতি এখনও সুর্যোদয়ের মতো তরতাজা ও নবীন। সংসদের সেই সেমিনারে স্যারকে নিয়ে যাওয়া এবং অনুষ্ঠান শেষে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার বিরল দায়িত্ব পালন করেছিলাম। সেই শুরু স্যারের সঙ্গে পথ চলা। কীভাবে যে প্রথম সাক্ষাতের সেই বন্ধন আত্মীয়তার দৃঢ় উন্মুক্ত খাঁচায় পরিণত হল, তাঅজানা আজও। এরপর দীর্ঘ দুই-তিন দশক স্যারের সবিত্র সান্নিধ্য লাভ করেছি। প্রতিবারের প্রতি সান্নিধ্যই যেন একটা করে নতুন আহ্বানের বার্তা নিয়ে আসত আমার কাছে। শুধু কী আমি! তত অসহায়, দরিদ্র, নিঃসম্বল মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেয়েছে। মনে পড়ে এক প্রতিবন্ধী যুবকের কথা। স্যার তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান। প্রতিবন্ধী যুবকুটি স্যারের কাচে চাকরির প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। স্যার যেন যুবকটির অপ্রতিবন্ধক ইচ্ছা। বাৎসল্যস্নেহে ছেলেটিকে বললেন, ‘আমার যা করণীয় করে দিয়েছি বাবা। তোমার চাকরি হবে। একটু অপক্ষা করত। তোমাকে এখানে আর আসতে হবে না।’ একটু থেমে মৃদুস্বরে যুবকটিকে আস্তে চিয়ে আস্তে বললেন, “তোমায় গাড়ি ভাড়া দেব কিন্তু বাবা? সংকোচ করো না।” যুবকটি আপ্লুত প্রবড়ে কণ্ঠে বলল, “না স্যার, আমার কাছে গাড়ি তালা ভাড়া আছে।” এরপর স্যার “আমায় এত না ক্লাসে যেতে হবে, তুমি টিফিন খেয়ে ইলাম ধীরে-সুস্থে বাড়ি ফিরে যাও, চিন্তা করো বেল না” বলে বেয়ারাকে টিফিন এনে দিতে না হয় বললেন। স্যারের স্নেহ যেন গ্রীষ্মের প্রথম বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে যেমন মাটির সোঁদা গন্ধ প্রাণে আরাম দেয়, ঠিক তেমনই। পরে কৌতূহলবশত খবর নিয়ে জেনেছিলাম প্রতিবন্ধী যুবকটি চাকরি পেয়েছিল স্যারের করুণায়। একজন মানুষ জীবনে কতটা সফল তার চা বা নরেন। এই কলিং এজের নেই। প্রতী), তিনি নিজের তখন। মানুষের মনে তিনি নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছেন। আমাদের মন তো ভেসে ভেসে চলা এক খণ্ড মেঘ। কখনও মানুষের নিষ্পাপ ভালোবাসায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি, জল ঝরিয়ে খুশি অনুভব করি। কখনও বা অসৎ মানুষের কটু বাক্যে কালবৈশাখীর বেশে উদগ্রীব হয়ে যাই আবার কখনও বা যক্ষের মেঘ চোখে হয়ে বার্তা স্মরণে রাখি। সার্থকতা তো মুখে তখনই যখন আমাদের যক্ষ ভেবে মানুষ আমাদের কথা স্মৃতির পাতায় পুনর্লেখন প্রণাম করে নেয়। স্যার তা হতে পেরেছিলেন। লাম। একদিন রিকশা করে বিশেষ কাজে বর্ধমান ডানায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি কার্জনগেট থেকে। বলে স্যার দেবতার প্রিয় হয়ে গেছেন চাপা অনেকদিন। রিকশাওয়ালা বললেন, এমন “বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যাবেন... আপনি ওখানে পড়আন বুঝি...!” আমি বললাম, ভয়েই “না, অফিসের কাজে ওখানে যাচ্ছি।” উনি এজেই হঠাৎ বললেন, “জানেন, এখানে আগে ছেন। উপাচার্য ছিলেন রমারজনবাবু। এরপর বলেন আরও অনেক উপাচার্য এসেছেন কিন্তু এবং ওনার মতো আর কেউ নেই।” একজন নলেন সামান্য রিকশাওয়ালার কাছে হঠাৎ লেছি স্যারের নাম শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আগ্রহী হয়ে বললাম, “তাই লেন। নাকি।” রিকশায়োলা বললেন, “হ্যাঁ বাবু, রিচয় আমরা কতবার নানারকম সমস্যা পুরনো স্যারের কাছে কত নিরাস হয়ে মতো বিরক্ত না করে সাধ্যমতো নাসার রিকশাওয়ালা গেছি, কেউ কোনওদিন ফিরিনি। উনি সবার সমস্যা হয়ে মন দিয়ে শুনতেন। সাহায্য করতেন।” একটু থেমে একটা তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “এখন নছো, তেমন নেই। আমরাও আর যাই না, নিয়ে নম্বরটাও মনে আসছে, আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। আজ গোধুলির ধীরপদে সূর্য আলোকরশ্মি ছড়াতে সাজে অসহায় মুখে তাকিয়ে সে। যেন গেলাম আমার অপার রেখো চাঁদ। আমি আবারনতুন বেশে, তুমি আপন করে আমার আসি যদি জ্যোৎস্নায় জানি।” সৃষ্টির আদি কেবল বিলিয়ে আলোকমালা। আকাশের এখন ক্লান্ত ডালপালা শাখায় ফিরে আসা পাখি আজ ফিরে আসার উল্লাস সকালের আনন্দ, নেই আজ কেবল নীড়ের ছবি সাজা। রাত্রির হংসপদিকার করুণ প্রকৃতির কণ্ঠে। কারও আকুল প্রকৃতি যেন আসি আজ, আবার তুলি। যদি না আসি শেষ অঞ্জলী”। দিল্লি কিছুক্ষণ আগেই স্যার বিদ্যাপীঠ থেকে মহর্ষি বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের আর মাঝে নিতে মাঝে মনে পড়লে খুব অসহায় বোধ হয়। তুমিই আমি তখন নীরব। আমার প্রাণের দেবতা আমি স্যারের পায়ে একটি একটি করে ফুলে করে সাজিয়ে দিচ্ছি। রিকশাওয়ালার সুগন্ধি করে পুষ্পের অঞ্জলি গর্ব করে গেঁথে রাখছি। সে গিয়ে মালা চির প্রস্ফুটিত, সদ্যোজাত। এই না। মালার ক্ষয় নেই। সমাজের সকল স্তরের এমন্ত্রণ মানুষের মনে সুরক্ষিত সেই মালা আজও। স্যার ছিলেন মাটির কাছের মানুষ। তাই রিণত মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বহুদিনের। মাটির পবিত্র ওপরে ভরসা করে যেমন পৃথিবীর সকল সঙ্গে বৃক্ষরাজী স্থির হয়ে দাঁড়ি? থাকে, সকল খনও প্রাণী নিশ্চিন্তে পদচিহ্ন রেখে যায়, মাটির বীন। বুকে মাথা রেখে মানুষ যে মাতৃসুখ অনুভব নিয়ে করে, স্যারের অকৃপণ ভালোবাসায় সেই সুখ পেয়েছি আমি। একবার মনে পড়ে পালন এক নর্দমা সাফাই করা দরিদ্র ভদ্রমহিলার পথ কথা। স্যার তখন সকালের কাজকর্ম সেরে সেই সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। ভদ্রমহিলা স্যারের বানির পাশে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন। ভদ্রমহিলাটি হঠাৎ ডারের স্যারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাটিতে মাথা রেখে স্যারকে প্রণাম করে বললেন, “বাবু, আমার একটি ছেলে আছে, তার যদি একটি চাকরি করে দেন...” স্যার শান্তভাবে বললেন, “আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে মা?” মহিলাটি বললেন, “আট ক্লাসে”। স্যার বললেন, “ঠিক আছে মা। আপনার ছেলে মাধ্যমিক পাশ করলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।” শুনে মহিলাটি আনন্দিত হয়ে আবার প্রণাম করে চলে গেলেন। দেখেছি সাধারণ দরিদ্র মানুষ কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে যেতে সাহস পায় না, ভীতসন্ত্রস্ত হয়। ভাবেন, তিনি এত বড় মানুষ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কথা শোনারসময় এবং ইচ্ছা কি তাঁর থাকবে! কিন্তু স্যারের কাছে কোনও সাধারণ মানুষকে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখিনি। মানুষ যেন চাইলেই তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুভব করত “মাটির আদলে মাটির মূর্তি, তোমারে প্রণাম মহাজন রূপে, মহীয়সী বেশে দানিছে অবিরাম।” স্যার সারাজীবন শুধু দিয়েই গেছেন। তাঁর অফুরন্ত হাতের স্থিত গঙ্গা কখনও শুকিয়ে যায়নি। প্রকৃতির সার্বিক শক্তির মতো ধনী-গরিব, সাধারণ- অসাধারণ সকল মানুষ এমনকি ইতর প্রাণীর ওপরেও তা বর্ষিত হয়েছে। কত মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা, আবদার সব ধৈর্য নিয়ে শুনতেন তিনি, কখনও কাউকে ফিরিয়ে দেননি। সবসময় শুধু দিয়েই গেছেন- “বিলিয়ে দেব কর্ম মোর, রিক্ত হবে কর্মফল। যে কোনও বেশে নিয়ে যাও মোর আপন বোনা ফসল।”

স্যারের স্মৃতিশক্তি আর স্যারকে নিয়ে আমাদের স্মৃতি যেন অনাদরে বেড়ে ওঠা দুর্বাঘাস। দিনে দিনে শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও চিরবর্দমান। স্যারের স্মৃতিশক্তি য কী প্রখর ছিল, তা ভাবলেই অবাক লাগে। একজন মানুষ কীভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নাম, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের নাম, ঠিকানা, তাদের টেলিফোন নম্বর সমস্ত মনে রাখতেন...! একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একবার এক ছাত্র কোনও বিশেষ প্রয়োজনে স্যারের কাছে বেনারস ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপকের মোবাইল নম্বর চাইলেন। তখনও দেশে মোবাইলের প্রচলন এত শুরু হয়নি। স্যার স্বভাবসিদ্ধ বচনভঙ্গিমায় এবং ঋষিসদৃশ দর্শন দানে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, “দেখো বাপু, মায়ের মন্দিরে আছি, ওঁর নম্বর বলব কেমন করে? আমার কাছে তো নম্বরের ডাগরি নেই” বলে একটু থেমে আবার বললেন, “দাঁড়াও দেখছি মনে পড়ে কিনা।” তারপর মৃদুস্বরে বললেন, “লিখে নাও বাবা...!” বেনারসের টেলিফোন কোড সহ আট নম্বরের টেলিফোন নম্বরতিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন। আবার বললেন, “এটা ওনার ইউনিভার্সিটির নম্বর, বাড়ির নম্বরটাও মনে আসছে, লিখে নাও.... ।” কী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। আজ গোধূলির মেলা অতি নির্জন। ধীরপদে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে বিষণ্ণ আলোকরশ্মি ছড়াতে ছড়াতে। রক্তিম সাজে অসহায় মুখে ধূসর চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে। যেন বলছে, আমি ছেড়ে গেলাম আমার অপার ঐশ্বর্য, তুমি সামলে রেখো চাঁদ। আমি ফিরে আসবো আবারনতুন বেশে, নতুন সাজে ‘রেখা তুমি আপন করে আমার দূয়ারখানি/ ফিরে আসি যদি জ্যোৎস্নায় রাঙাবো এইটুকু জানি।’ সৃষ্টির আদি থেকে জ্বলন্ত সূর্য কেবল বিলিয়ে দিয়ে যায় নিজের আলোকমালা। আকাশের গায়ে বৃক্ষরাজি এখন ক্লান্ত জালপালা নুইয়ে স্তব্ধ। গাছের শাখায় ফিরে আসা পাখি কোন মন্ত্রে নীরব। আজ ফিরে আসার উল্লাস নেই, নেই আগামী সকালের আনন্দ, নেই রাত্রি বেদনা। আজ কেবল নীড়ের শুকনো ছায়ায় রাত্রির ছবি সাজা। রাত্রির কোন প্রান্তে যেন হংসপদিকার করুণ সঙ্গীত ভেসে আসছে প্রকৃতির কণ্ঠে। কারও বিচ্ছেদ ব্যথায় আকুল প্রকৃতি যেন ভারাক্রান্ত ‘ফিরে আসি আজ, আবার তোমায় নেব কোলে তুলি/ যদি না আসি জেনো এই আমার শেষ অঞ্জলী’। দিল্লি সৌমাদার গেস্টহাউস। কিছুক্ষণ আগেই স্যার লালাবাহাদুর শাস্ত্রী বিদ্যাপীঠ থেকে মহর্ষি সন্দীপনী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং সেরে ফিরেছেন। সঙ্গে আমি আর পার্থদা। সন্ধে হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। বাইরে তখনও আকাশটা আলো মেখে অপেক্ষা করছে কোনও বিষণ্ণ রাত্রির। ঘরের জানালাটা খোলা। পাখার বাতাসে জানলার পর্দাটা যেন কোন ত জাদুকরের রুমাল। সরিয়ে নিলেই দেখা নি যাবে পারাপারের দৃশ্য...। ব্যস্ত আকাশ থেকে খসে পড়া কোন নক্ষত্রের আলো যেন ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের কোণে কোণে। ঘড়ির কাঁটার তীব্র প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনের মতো বয়ে চলেছে। আজ কোন অজানা কারণে আমরা বিষণ্ণ। মনের কোনও ক্যানভাসে পুরনো রংহীন তুলিকা কিছু আঁকার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্পষ্ট কালির অভাবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। দিল্লি আসার সময় স্যারের আসার একদিন সকল আগে বেরোতাম। রাজধানী এক্সপ্রেসে। থেলে গেস্টহাউস থেকে পরের দিন স্যারকে সূর্য, নিতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতাম। আবার আকুন দুই বা একদিনের মিটিং সেরে স্যার যখন তো আবার বাড়ি ফিরবেন, স্যারকে অন্তি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে সেই দিনের সম্প রাজধানী এক্সপ্রেস ধরে কলকাতায়। বাঁধন এভাবেই চলত স্যারের দিল্লি আসার নিমে কাজকর্ম। স্যার সেদিন সন্ধ্যায় মিটিং সেরে স্যা গেস্ট হাউসে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে নিলেন। তাঁর তাঁর নিতসেঙ্গী শালগ্রাম শিলার কাছে বসে যাত্রা সকালের পূজার ফুলগুলি নিখুঁত পরিষ্কার অতিন করে চেয়ারে এসে বসলেন। মিটিং বিষয়ে যাত্রা নানা কথা বলতে লাগলেন। আমি আর শশী পার্থদা শ্রোতা। একটু পরেই স্যার কথা অক্ষ বলতে বলতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বহু হঠাৎ বললেন, ”আমার কোমরটা একটু এদে টিপে দাও তো বাবা।” স্যারকে কখনও এই আজ কথা বলতে শুনিনি। আমি আদেশ পালন পাথ করলাম। স্যার বলতে লাগলেন, “কী করা আস যায় বলতো খোকা.... শরীরটা ভালো কোন লাগছে না তো... কালকে আবার ওদেরই মিটিং আছে”, একটু থামলেন স্যার। ততক্ষণে পার্থদা স্যারের কাছে উঠে এসেছেন। স্যার বলতে লাগলেন, “ফিরে যাওয়া সে তো পরশু বিকেলে... সেই রকমই ফ্লাইটের টিকিট করা আছে...”। বুঝতে পারলাম স্যারের শরীরে হঠাৎ কোনও কষ্ট শুরু হয়েছে। নাহলে এমন কর্মনিষ্ঠ মানুষকে কখনও মিটিং ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলতে শুনিনি। স্যার আবার বললেন, “কই সুরেশ তো কিছু বলছে না...”। আমি বললাম, না না স্যার, আমার সৌম্যদাকে দিয়ে এখনই টিকিট ক্যানসেল করিয়ে আগামীকালের টিকিট হঠাৎ করেনিচ্ছি...। আপনারা কালকেই গিয়ে কলকাতা ফিরে যাবেন। পার্থদ্যকে নিয়ে পূজা বসলাম সৌম্যদার কম্পিউটারের সামনে। চলে পরের দিনেই স্যারের কলকাতা যাওয়া মন্দি টিকিট করা হল। একদিন পরে রাজধানী চলে এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা ফিরলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে স্যারের পাঠানো গাড়িতেই সন্তোষপুর। দেখি স্যার বারান্দায় চেয়ারে বসে। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন, “কাল ফিরেই সুকুমারকে দেখিয়ে এসেছি বাবা ঔষধ খাচ্ছি কিছু রিপোর্ট করতে দিয়েছি।” আনুষহিগক কুশল জিজ্ঞেস করে বাড়ি ফিরলাম। দু’দিন সকালে আবার স্যারের গেলাম। সন্ধ্যায় শুভদীপকে নিয়ে না। রিপোর্ট আনতে গেলাম। সেই রিপোর্ট তাঁর ডাক্তারবাবুকে জানানো হল। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত স্যারকে হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পার্থদার সঙ্গে আলোচনা করে। হাসপাতালে যাওয়ার প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরোনোর পূর্বে স্যার হাত জড়ো করে জগন্মাতাকে প্রণাম জানালেন। ট্যাক্সিতে , মাসীমা, শুভদীপ আর আমি। চব্বিশে ফেব্রুয়ারি স্যারকে ভর্তি করা হল কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে ড. গোয়েঙ্কার তত্ত্বাবধানে। কেবিনে কোন আছেন স্যার। প্রতিদিন ঠিক সকাল আর সাতটার আগেই হাসপাতালে পৌঁছে যেতাম আমি। দেখতাম স্যার হাসিমুখে বসে আছেন। কে বলবে অসুস্থ তিনি....। যেতেই আগে সকলের খবর নিতেন। বললেন, ‘বসো এখনও চা খাইনি। হাত ধুয়ে আগে চা-বিস্কুট খাও .... তারপর অন্য কথা।’ চা খেতে কথা বলব কথা বল। তারপর পার্থদার সঙ্গে কথা বললেন। এরপর শুরু হল কার কার জন্য কাকে ফোন করতে হবে? বললাম, “স্যার, আগে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, বাড়ি চলুন। তারপর আবার সকলের জন্য করবেন।” কিন্তু কে শুনবে...। ফোন করেই যাচ্ছেন। কারও চাকরি, কারও প্রমোশন, কারও বাড়ির সমস্যা, কারও অসুখ...। যাঁরা দেখতে যেতেন তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত সমস্যাও স্যারকে তখন বলে আসতেন। তবে সবাই নন। দেখেছি সিউড়ির রাজদূত নবনীতা, কলকাতার চিদানন্দদা, আর মমতাদির অবিরল কান্না। ছাব্বিশ তারিখে অপারেশন হল ড় মহেশ গোয়েঙ্কার নেতৃত্বে, এসেছিলেন অপর্ণা বউদির দাদা, বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ড় তরুণ প্রহরাজ। অপারেশনের কয়েকদিন পর ড় গোয়েঙ্কা পার্থদা আর আমাকে স্যারের বর্তমান শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা বললেন। সব শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল তপ্ত কপাল বেয়ে। সারা শরীর গরম। হয়ে উঠল। স্যারের সঙ্গে দেখা করে কোনওরকমে গুরুকুলে ফিরে এলাম। ফিরে এসেও স্থির হতে পারলাম না। একটু পরেই পার্থদা ফোনে জানালেন, স্যারের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। স্যার তখন আইসিইউ”তে। এখনই আবার যেতে হবে হাসপাতালে। পৌঁছে দেখি স্যারের অক্সিজেন চলছে। আমি পার্থদা আর শুভদীপ একসঙ্গে আইসিইউ কক্ষে প্রবেশ করলাম। পার্থদা এগিয়ে বিছানার কাছে গেলেন। পেছনে শুভদীপ। আমি দরজার কাছ থেকে আর এগোতে পারলাম না। কিসে যেন পা ভারী হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করছে। এই স্তব্ধতা যেন আমার পরিচিত। যেন কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়ে এই নিঃশব্দ যাত্রা আবার শুরু হয়েছে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। স্যারের পায়ের দিকে তাকিয়ে মহাজগতের পদাঙ্ক দেখছি। কত পথ এই পদস্পর্শে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। কত পথ এখনও দিশেহারা। কথা বলতে পারছি না। স্যার ইশারায় আমায় কাছে ডাকলেন। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেলাম। স্যালাইন দেওয়া হাতটা ওপরেতুলে তর্জনী দিয়ে ধীরে ধীরে পার্থদা, শুভদীপ এবং আমার দিকে আঙুল ইঙ্গিত করে শূন্যে একটি বৃত্ত আঁকলেন। কী অর্থ এই বৃত্তের, তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর আকৃতি অজান্তেই গোল। শুরু থেকে শেষে ফিরে যাওয়াই গোল। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর আকৃতি, আকাশগঙ্গার আকৃতি, কালচক্র, জীবনচক্র ইত্যাদি সবই তো গোলাকার। সকল বহুভুজাকার বস্তু অন্তিমে বৃত্তে পরিণত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# ট্রেনে ক্রমবর্ধমান লিনেনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে গুয়াহাটি, কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারে অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন

মালিগাঁও, ০৬ এপ্রিল, ২০২৪: লিনেনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং আমাদের যাত্রীদের উৎকৃষ্ট মানের পরিষেবা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত গুয়াহাটি, কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারে অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গুয়াহাটির লন্ড্রিটি প্রতি দিন ১৬,০০০ বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম। একইভাবে কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারের লন্ড্রি প্রতি দিন যথাক্রমে ২০০০ ও ২১০০ বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম। এর ফলে অমরনাথ এক্সপ্রেস, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, অবধ অসম এক্সপ্রেস ইত্যাদির মতো গুয়াহাটি ভিত্তিক ট্রেন, নর্থইস্ট এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল ইত্যাদির মতো কামাখ্যা ভিত্তিক ট্রেন, সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের মতো আলিপুরদুয়ার ভিত্তিক ট্রেন এবং আম্রপালি এক্সপ্রেস, চম্পারন হামসফর এক্সপ্রেসের মতো কাটিহার ভিত্তিক ট্রেনগুলির বর্ধিত লিনেনের চাহিদা পূরণ হবে।

গুয়াহাটিতে অত্যাধুনিক লন্ড্রিটি টানেল ভিত্তিক সিস্টেম, যার মধ্যে জল, শক্তি, স্টিম এবং ক্যামিকেলের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার সময় বৃহৎ পরিমাণ লিনেন পরিচালনা করার ক্ষমতার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওয়াশিং প্রক্রিয়ার সময় প্রথমে নোংরাযুক্ত লিনেন ওজন করা হয় এবং মেশিনের অটোমেটিক কনভেয়রে প্রেরণ করা হয়। এরপর কম্পিউটারাইজড অপারেশনের মাধ্যমে ভালো করে ধোয়া ও পরিষ্কার করার জন্য লিনেনগুলিকে একটি টানেল ব্যাচ ওয়াশারে লোড করা হয়। এরপর ওয়াশার থেকে লিনেনগুলি ড্রায়ারে স্থানান্তর করার জন্য রোবোটিক ফিডিং ব্যবহার করা হয়। এরপর, সর্বাধিক জল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে সজ্জিত প্রেসিং সিস্টেমের দ্বারা জল নিষ্কাশন করা হয়। এরপর, ধোয়া লিনেনগুলি একটি শাটেল কনভেয়রে আনলোড করা হয় এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর, লিনেনগুলি আইরনিং সিস্টেম মেশিনে আইরন করা হয়, যা সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঁজ করে দেয়। যাত্রীদের শ্রেষ্ঠ মানের বেডরোল দেওয়া নিশ্চিত করতে লিলেনের মান পরীক্ষা করার জন্য হোয়াইটনেস মিটার ব্যবহার করা হয়। ওয়াশিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেন সেটগুলি সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলিতে সরবরাহ করার জন্য ব্যাগের মধ্যে প্যাক করা হয়।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর বেডরোল প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর জন্য এই ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে।

## কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়াই কাজ করে বিজেপি সরকার : নরেন্দ্র মোদী

সাহারানপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়াই কাজ করে বিজেপি সরকার। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই প্রথম আমি এমন নির্বাচন প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে বিরোধীরা জয়ী হওয়ার জন্য নয়। বরং বিজেপিকে ৩৭০ আসনের নিচে এবং এনডিএ ৪০০ আসন ধারণ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সমাজবাদী পার্টির এমন অবস্থা যে তাদের প্রতি ঘন্টায় প্রার্থী পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং কংগ্রেসের জন্য তো আরও খারাপ, তারা প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না, এমনকি তাদের দুর্গেও।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আজ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। মাত্র কয়েক দশকে আমাদের দেশের রেকর্ড সংখ্যক মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি মানুষের আস্থা জিতেছে, বিজেপি মানুষের মন জয় করেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল বিজেপি রাজনীতি না করে জাতীয় নীতি অনুসরণ করে। বিজেপির জন্য, দেশ প্রথমে আসে, এটি বিজেপির স্লোগান নয়, আমাদের বিশ্বাসের নিবন্ধ।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আইএনডিআই জোট কমিশনের জন্য। যেখানে এনডিএ, মোদী সরকার মিশনের জন্য।'

## সিসোদিয়া আপাতত হাজতেই, ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ল বিচারবিভাগীয় হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : আম আদমি পার্টির (এএপি) নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার হাজতবাসের মেয়াদ আরও বাড়লো। আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাকে ১৮-ই এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সিসোদিয়া ছাড়াও বর্তমানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও আরও কয়েকজন এএপি নেতা এই মামলায় কারাগারে রয়েছেন।

বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল সিসোদিয়াকে। তাকে ১৮-ই এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। এদিকে, এদিন সিসোদিয়া-সহ অন্যদের জামিন আবেদনের বিরোধিতা করেছে ইডি। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে ১০ এপ্রিল। সিসোদিয়াকে ভার্চুয়ালি হাজির করা হবে আদালতে।

## পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে লজ্জা বোধ করছি, এনআইএ-র ওপর হামলা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের একজন বাসিন্দা হিসেবে এই ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছি।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে একটি বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হয় এনআইএ। যদিও ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় দু''জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এনআইএ আধিকারিকদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দানা হিসেবে আমরা লজ্জিত। কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি ইডি আধিকারিকদেরও আক্রমণ করা হয়েছে। এখন এনআইএ আক্রান্ত। যা ঘটেছে তার দায় নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

# বাংলাদেশের বান্দরবানে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৬।। বাংলাদেশের বান্দরবানে সশস্ত্র হামলা ও ব্যাংক লুটের পর বান্দরবানে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সেখানে এসব ঘটনায় জড়িত কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন মন্ত্রী।

শনিবার (৬ এপ্রিল) বেলা পৌনে ১১টায় বান্দরবানের রুমায় যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, বান্দরবান এক সময় খুব শান্তিপ্রিয় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ব্যাংক ডাকাতির মতো বড় ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর আগেও এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে। এদের পেছনে কোনো ইন্ধন আছে কি-না তা বের করা হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন,ব্যাংক ডাকাতির মতো ঘটনায় কোনো সংস্থার দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি ও গাফিলতি ছিল কি-না সেটিও খতিয়ে দেখে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বান্দরবানের রুমায় পৌছানোর পর প্রথমে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন স্থাপনা, আনসার ব্যারাক, সোনালী ব্যাংক ও মসজিদ পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ৪ মামলাব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ৪ মামলাপার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এবং এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি বান্দরবানের রুমা উপজেলা সদরে সোনালী ব্যাংকে হামলা চালায়। তারা ব্যাংকের কর্মকর্তা, নিরাপত্তা রক্ষীসহ অন্তত ২০ জনকে মারধর করে। টাকার পাশাপাশি পুলিশের অস্ত্রও লুট করে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দীন তখন রামু উপজেলা পরিষদ এলাকায় মসজিদে তারাবির নামাজ পড়ছিলেন। হামলাকারীরা মসজিদে ঢুকে তাকে অপহরণ করে। পরদিন দুপুরে রুমা থেকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে থানচি উপজেলা সদরে কৃষি ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে হামলা চালিয়ে টাকা লুট করে তিনটি গাড়িতে আসা একদল সশস্ত্র লোক। এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে বান্দরবানের থানচি উপজেলা সদরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি হয়। গোলাগুলির খবর পাওয়া যায় আলীকদমেও। এ নিয়ে ওই এলাকার মানুষের ভয় আর আতঙ্ক বিরাজ করছে। এসব ঘটনায় পাহাড়ের সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-কেএনএফ এর নাম এসেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে র‍্যাব। আর শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রীর বান্দরবান সফরের কথা বলা হয়।

# 'গুরুতর সমস্যা'', ভূপতিনগর কাণ্ডে মন্তব্য উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): ভূপতিনগরে শনিবারে এনআইএ আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ঘটনাকে ''ভীষণই গুরুতর সমস্যা'' বলে অভিহিত করলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান।

শুধু তাই নয় । বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে বললেন রাজ্যপাল। শনিবার কলকাতায় এক সমাবেশে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ভূপতিনগরের ঘটনাকে ততটাই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিৎ যতটা প্রয়োজন ।'

এনফোর্সমেন্ট ডিরক্টরেটের পর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে তদন্ত করতে এসে শনিবার আবারও আক্রান্ত হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে তদন্তে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয়ে এনআইএ-র আধিকারিকদের। স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তদন্তকারীরা।

সংস্থার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। দুই তদন্তকারী আধিকারিক সামান্য আহত হয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছে।

আগে গত ৫ জানুয়ারি, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে তাঁর অনুগামীদের হামলার মুখে পড়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের বাংলায় আক্রান্ত হল এনআইএ। তবে রাজ্যে এনআইএ আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার সব কটি ঘটনার জন্যই তদন্তকারী সংস্থার ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মমতা সরকারের অধীনে মাফিয়া, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হয়ে উঠেছে তৃণমূল : শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অধীনে ''সন্ত্রাস, মাফিয়া, দুর্নীতি'' হয়ে উঠেছে তৃণমূল, এটা সত্যি দুঃখের বিষয়।

শেহজাদ পুনাওয়ালা আরও বলেছেন, এই তৃণমূল সরকারে, বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে প্রতিদিন। পশ্চিমবঙ্গে এমন ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরাও নিরাপদ নন, তাহলে এখানে ''মা মাটি ও মানুষ'' কীভাবে নিরাপদ হবে। এখন আমরা যা দেখেছি তা সন্দেশখালি ২.০ এর চেয়ে কম নয়।

## এনআইএ-র ওপর হামলা করা উচিত হয়নি, মন্তব্য শশী পাঁজার

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে এনআইএ-এর ওপর হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ভূপতিনগরে তদন্তের সময় এনআইএ অফিসারদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'আমরা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। কীভাবে ইডি, সিবিআই, আইটি-কে বিজেপি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, এমনকি আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পরও? নির্বাচন কমিশনের উচিত ঘটনার সত্যতাভিত্তিক রিপোর্ট চাওয়া। হ্যাঁ, হামলার ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি।' বিজেপির সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেছেন, 'মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্বের বিষয়ে বিজেপি কিছু বলে না। যে ব্যক্তির চাকরি নেই, সে কীভাবে ''অমৃত কাল'' ভাববে? বিজেপি শুধু ভবিষ্যতের কথা বলে।''

# সন্দেশখালির রেখাকে এবার তোপ খোদ মমতার

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিয়েও বিজেপির হয়ে ভোটে লড়াইয়ের দায়ে সন্দেশখালির রেখা পাত্রকে এবার তোপ দাগলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশে তৃণমূলনেত্রীর প্রশ্ন, 'সরকার না দিলে এসব কোথায় পেতেন?'

সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্র বার বার শাহজাহানের অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছেন। রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগ করেছেন, তাঁর মতো সন্দেশখালির বহু মহিলা সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও পান না। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি সরকারি হিসাবে বলছে, বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে। মাসে-মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতাও পান তিনি। বিজেপি প্রার্থীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ছবি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।তৃণমূল নেত্রী বলেন,'যে মহিলাকে ওখানে (বসিরহাটে) প্রার্থী করা হয়েছে, তারা নাকি কিছু পায় না। আমি বলছি মিলিয়ে নিন, তিনি স্বাস্থসাথী কার্ডও পান, তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পান। আমরাই কিন্তু সেটা করে দিয়েছি।' রেখার উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, 'আমরা না করলে কোথায় পেতেন? এক বার তো স্বীকার করুন।'

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সন্দেশখালি নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে। সেখানে জমিজমা সক্রান্ত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বটে, তবে সরকার সেসব নিয়ে ব্যবস্থাও নিয়েছে। মমতার বক্তব্য, 'সন্দেশখালি নিয়ে বলছে, চোরের মায়ের বড় গলা। সন্দেশখালিতে জমিজমা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। আমাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সব জায়গা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমাদের প্রশাসন সব কাজ করেছে।'

সন্দেশখালি ইস্যু তুলে ভোটের মুখে রাজ্য সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করছে বিজেপি। সম্ভবত সেকারণেই বসিরহাটে প্রার্থী করা হয়েছে সন্দেশখালির প্রতিবাদী রেখা পাত্রকে। মমতা এদিন তপনের সভা থেকে সন্দেশখালি নিয়ে বেশিরভাগ অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন। তেমনি রেখা পাত্রর উদাহরণ তুলে বুঝিয়ে দিলেন, সরকার পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের পাশেই রয়েছে।

# কুণালকে সামাজিক মাধ্যমে তোপ, পাল্টা কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে নিয়ে শনিবার সামাজিক মাধ্যমে প্রবল কটাক্ষ করলেন নেটনাগরিকদের একাংশ। অপর এক সাংবাদিকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে কুণালের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ উগরে দিয়েছেন কয়েকজন। পাল্টা সরব হয়েছেন কুণাল নিজে।সাংবাদিক সৌরভ গুহ শুক্রবার গভীর রাতে একটি পোস্টে লিখেছেন, ''একটি বিতর্ক সভায় কুণাল ঘোষ বক্তব্য রাখার সময় একদল দর্শক মারমুখী হয়ে উঠলেন। বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা, শিক্ষার শিক্ষিতের প্রাথমিক লক্ষণ। এমন অগতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কারা বিতর্ক সভায় যায়? অত্যন্ত নিন্দনীয়।''

শনিবার বেলা প্রায় সওয়া দুটো পর্যন্ত তার ২৫টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। সৌরসেনী ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''এই আচরণের প্রতিবাদ করছি। তবে উনি নিজের কাজের মধ্যে দিয়েই নিজেকে এই জায়গায় নামিয়ে এনেছেন। মানুষের সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে।'' শম্পা সেন লিখেছেন, ''নিজের সম্মান নিজেই খুইয়েছেন কুণাল''। প্রসেনজিৎ রায় লিখেছেন, ''চোর কুণাল এর সাথে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে।'' সুব্রত দাশগুপ্ত লিখেছেন, ''উনি নিজে টক শো তে বসে যা করেন সেটা খুব একটা ভদ্রজনোচিত বলে মনে হয়?'' সুব্রতকে 'একদম' বলে সমর্থন করেছেন সবিতা দত্ত।

শুভ্রাংশু সরকার লিখেছেন, ''এটা না নির্ভর করছে প্রতিপক্ষে কে আছেন তার ওপরে। মানুষেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে।'' শিবনারায়ণ বসু লিখেছেন, ''ধান্দাবাজদের এই গতিই হয়।''অঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''কেন লক্ষীর ভাণ্ডারের প্রভাব কাজ করছে না?''

সৌরভ ঘোষ লিখেছেন, ''দু চার ঘা দিলে তবে ভালো হতো।'' তরিৎ ভৌমিক লিখেছেন, ''অসভ্য কুনালের কথা ও ভাবভঙ্গি শুনে এবং দেখে আমারও রাগ হয়। সহিষ্ণুতা দেখিয়ে বেনিফিসারির পাশে থাকার অর্থটা কি?''

নিমাই বিশ্বাস লিখেছেন, ''আপনার বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। এটাকে অশিক্ষিতের অসহিষ্ণুতা বলবেন, নাকি মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলবেন এটা নিয়েই একটা বিতর্ক সভা হতে পারে। সিনেমা বা মঞ্চের খলনায়করা তাদের স্বার্থক অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ হলের দর্শকাসন থেকে জুতো খেলে ধন্য ধন্য করবেন, আর সফল ভাবে নিজের যাবতীয় প্রতিভা দিয়ে দিনকে রাত, রাত কে দিন, সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো রাজনৈতিক সেলস ম্যান, একই সঙ্গে জনমানসে নিজের কুরুচিকর স্বত্ত্বা (সারদা আর্থিক প্রতারণার ব্যাপার টা যদি ছেড়েও দি।) কে ক্রমাগত মানুষের সামনে সফল ভাবে তুলে ধরে উনি যে নেতিবাচক জনমত তৈরী করেছেন, তার প্রতিক্রিয়া কে আটকাবেন, কিভাবে? সৌরভ দা আপনিও তো বহুদিন সাংবাদিকতায় আছেন। মানুষের মাঝে নিত্য কাজ করছেন এমন 'উষ্ণ অভ্যর্থনা' পেয়েছেন কখনো?''বেলা আড়াইটে পর্যন্ত ওপরের এই কটি পোস্টে লাইক করে সহমত জানিয়েছেন ৪৬ জন। এর পর কুণাল নিমাই বিশ্বাসকে লেখেন, ''রোজ হাজার মানুষের মধ্যে থাকি। এসব শেখাবেন না। না জেনে জ্ঞান দেবেন না। তৃণমূলের সমালোচনা হলে হাততালি আর আমি ঠিক যখন থেকে বামেদের একের পর এক কেলেঙ্কারির কথা বললাম, তখন গুটিকয়েক ভাড়াটে অসভ্য ''রাজনীতি করবেন না'' বলে চেঁচালো, এটার মানে বুঝতে সময় লাগছে?'' এর পরেও মন্তব্য হয়েই চলেছে। অলোক রায় লিখেছেন, ''চোর, চোট্টা, মিথ্যাবাদীর অপমানজনক কথা চুপচাপ শুনে যাওয়া বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন? এই করেই সাংবাদিকতার মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন।''

# আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইস্তেহার প্রকাশ সিপিআই-এর, ডি রাজা বললেন গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিবাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই)। শনিবার দিল্লিতে নিজেদের সদর দফতর থেকে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর তিনি বলেছেন, দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে আমাদের।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে ডি রাজা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'যদি আমরা আমাদের সংবিধান, গণতন্ত্র, আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ফ্যাব্রিককে বাঁচাতে চাই, ফেডারেল শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে চাই এবং যদি আমরা জনগণের অধিকার রক্ষা করতে চাই, তাহলে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে। নির্বাচনে, জনগণকে ভোট দেওয়া উচিত এবং বিজেপি এবং তার সহযোগীদের পরাজিত করা উচিত তবেই ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে থাকতে পারে।'

# দিলীপকে কটাক্ষ কীর্তির পাল্টা তোপ দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ৬ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার সকালে দিলীপ ঘোষের মতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরে কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ।

কীর্তির দাবি, 'টিম শুভেন্দু অধিকারী হারিয়ে দেবে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে।' কীর্তির আরও দাবি, 'আমার কাছে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে। সময় মতো সবটা জানাব!'

এখানেই না থেমে কীর্তির আরও দাবি, 'দিলীপ ঘোষও বিষয়টা জানেন। সেটা বুঝতে পেরেই দিলীপ সাত সমুদ্র পাড় করে আন্দামান চলে গেছেন!'

জবাবে পাল্টা তোপ দেগেছেন দিলীপ ঘোষও। মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'ওনাকে তৃণমূল এমন ফাঁসিয়েছে, উনি আর বেরোতে পারছেন না। রেজাল্ট হলে বুঝতে পারবেন, কঠিন ফাঁদে পা দিয়েছেন। ওনার দল ওনাকে সাহায্য করছে না। আমি যদি উল্টে বলি, ওনার দলের লোকেরা আমাকে সাহায্য করছে!'খানিক থেমে দিলীপবাবু যোগ করেন, 'কীর্তি আজাদ, আপনি বাংলায় নতুন, এখানকার রাজনীতি বুঝতে আপনার সময় লাগবে।' আন্দামান প্রসঙ্গে দিলীপের প্রতিক্রিয়া, 'আরে আন্দামান আমার পুরোনো জায়গা। একদিনের জন্য আজ যাচ্ছি। কাল ফিরে আসব।'

## ভূপতিনগরের ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ভূপতিনগরের ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নির্বাচন দফতর থেকে রিপোর্ট চাওয়ার পাশাপাশি জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্টও তলব করল নির্বাচন কমিশন।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ কেঁপে উঠেছিল পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর। ওই বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়। আদালতের নির্দেশে বিস্ফোরণের তদন্ত করছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শুক্রবার রাতে বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে গ্রামবাসীর একাংশের হামলার মুখে পড়েন এনআইএ আধিকারিকরা। গ্রামের মহিলারা তদন্তকারীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের হামলায় এনআইএ আধিকারিকদের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। দু''জন আধিকারিক জখমও হন।

ইতিমধ্যে ভূপতিনগর থানায় এ ব্যাপারে এফআইআর দায়ের করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## নিয়মিত হাঁটাহাঁটিতে সুস্থ হৃদপিণ্ড, সুন্দর জীবন

হাঁটা সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম। ছোট-বড় যে কেউ নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন।হাঁটলে প্রাকৃতিকভাবে পাবেন সুস্থতা ও প্রাণবন্ত অনুভূতি।

১. সুস্থ হৃদপিণ্ড, সুন্দর জীবনঃ যারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন তাদের হার্টের অসুখ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। এছাড়া হাঁটার সময় শরীর থেকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিআর কমে যায় ও ভালো কোলেস্টেরল এইচডিআর-এর মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক থাকে। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের স্ট্রোক এসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। যাদের উচ্চরক্তচাপ রয়েছে, তাদের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হয়। এছাড়া নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে শতকরা ২৭ ভাগ পর্যন্ত উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা কমে। ফলে হার্টের বিভিন্ন রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

২. বাড়বে সুস্থতাঃ যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শে তারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন। এতে অবশ্য তারা উপকার পান। মজার কথা এতে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে যায়।

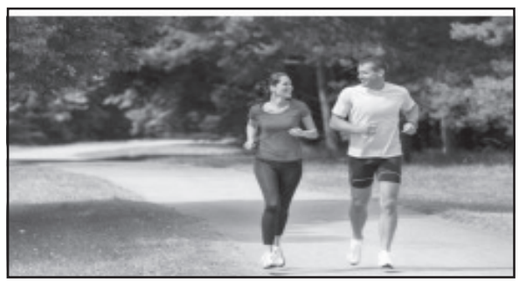

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিয়মিত হাঁটলে ৬০ ভাগ পর্যন্ত কোলন ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ ব্যায়ামঃ ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করতে দেখা যায়। যদি ওজন কমাতে চান, তবে প্রতিদিন ৬০০ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেটা একদিনের খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির চেয়ে বেশি। যার ওজন ৬০ কেজি তিনি যদি প্রতিদিন ঘণ্টায় ২ মাইল গতিতে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করেন, তবে ৭৫ ক্যালরি শক্তি ক্ষয় করতে পারেন। যদি ঘণ্টায় ৩ মাইল গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত হন তবে, ৯৯ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। ঘন্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটলে আরও বেশি ক্যালরি ক্ষয় করতে পারবেন। এতে ক্যালরি ক্ষয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫০। হাঁটলে দেহের পেশীগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৪. স্মৃতিশক্তি বাড়েঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সাধারণত মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ৬৫ বা এর বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের স্মৃতিভ্রম হয়। আর ৮০ বা এর বেশি বয়সীদের ৬ জনের মধ্যে ১ জনের দেখা দেয় স্মৃতি হারানোর রোগ। নিয়মিত বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলনে মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বাড়ে। এতে স্মৃতিহানি হওয়ার ঝুঁকি ৪০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়।

৫. পায়ের শক্তি বাড়ায়ঃ হাঁটলে শুধু পায়ের শক্তিই বাড়ে না পায়ের আঙুলেরও ব্যায়াম হয়। এছাড়া কোমর এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নড়াচড়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকে।

৬. বাড়ে পেশীশক্তিঃ হাঁটলে শুধু পা চলে না দুহাতও সমান তালে চলে। এতে হাতের প্রতিটি জয়েন্ট, ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়াম হয়। ব্যাকপেইনের সমস্যা কমে যেতে পারে নিয়মিত ব্যয়ামের মাধ্যমে।

৭. ভিটামিন ডিঃ দিনের আলোতে, বিশেষ করে সকালে হাঁটার অভ্যাস করলে শরীর ভিটামিন ডি-তে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাবার থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ৪ হাজার ৪৪৩ জনের শরীরে ভিটামিন ডি-এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। দেখা গেছে যাদের শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত রয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ সময় রোগটির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে।

৮. প্রাণবন্ত শরীর ও মনঃ সকালের প্রকৃতি এমনিতেই থাকে স্নিগ্ধ। এ সময় হাঁটার মজাই আলাদা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সময় মন স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে থাকে, শরীর ও মন সতেজ হয়। শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে অক্সিজেনের প্রাণপ্রবাহে মাংসপেশীগুলো শিথিল ও রিলাক্সড হয়। ৯. সুখ প্রতিক্ষণঃ যাদের নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস, তাদের সঙ্গীর অভাব হয় না। একজন আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন আনন্দের মুহূর্তগুলো। সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বাড়ার পাশাপাশি মানসিকচাপ ও টেনশন কমে শুরু করে।

## গরমে শুক্তো রাঁধতে পারেন নিমপাতা দিয়ে

বাঙালি যতই ভোজনরসিক হোক, গরম পড়লে তেল-মশলার সঙ্গে আড়ি হয়ে যায়। গরমে শুধুই হালকা খাবার। পাতলা মুসুর ডাল কিংবা মাছের ট্যালটেলে ঝোল গ্রীষ্মে বাঙালি রসনাতৃপ্ত হয় এ সব খাবার খেয়েই। তবে গরমকালে শুক্তো বাঙালির চিরন্তন দোসর। পাঁচমিশালি সব্জি দিয়ে শুক্তো এই মরসুমে সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠে। তবে শুধু তো স্বাদের কথা ভাবলে চলবে না, স্বাস্থ্যের কথাও তো ভাবতে হবে। তাই শুক্তোর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারে নিমপাতা। গ্রীষ্মকালীন সংক্রমণ থেকে অনেকটাই দূরে থাকা যাবে। এই গরমে হেঁশেলে ঢুকে বানিয়ে ফেলুন নিমশুক্তো। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

কাঁচকলা: ১টি
বেগুন: ১টি
রাঙা আলু: ১টি
সজনে ডাঁটা: ১০০ গ্রাম বড়ি: ৮-১০টি
পেঁপে: ১টি
আলু: ২টি
মুলো: ১টি
নিমপাতা: ১ কাপ
দুধ: ১ কাপ
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
পোস্ত বাটা: ১ টেবিল চামচ
গোটা পাঁচফোড়ন: ১ টেবিল চামচ
ঘি: ২ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল: পরিমাণমতো
নুন: স্বাদমতো

প্রণালী: প্রথমে শুকনো খোলায় এক টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন ভেজে গুঁড়ো করে নিন। এর পর কড়াইয়ে তেল দিয়ে বড়িগুলি লাল করে ভেজে তুলে নিন। একই ভাবে নিমপাতা ভেজেও তুলে নিন।

এ বার ওই তেলে পাঁচফোড়ন ফোড়ন দিয়ে আগে থেকে কেটে রাখা সমস্ত সব্জিগুলি দিয়ে ভাজতে থাকুন। ২-৩ মিনিট ভেজে নেওয়ার পর একে একে নুন, মিষ্টি, আদা বাটা, পোস্ত বাটা মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছু ক্ষণ পরে গরম জল দিয়ে সব্জিগুলি সেদ্ধ হতে দিন। ৫-৭ মিনিট পরে সব্জির মধ্যে দুধ ঢেলে দিন। গ্যাসের আঁচটা একটু বাড়িয়ে ফুটতে দিন। কিছু ক্ষণ ফুটে এলে নিমপাতা আর বড়ি দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে এই গরমে প্রথম পাতে পরিবেশন করুন নিমশুক্তো।

## ঘুম আসছে না, ওষুধ না খেয়ে ভরসা হোক কিছু খাবারে

গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। উষ্ণতার মরসুমে খাওয়াদাওয়ার প্রতিও একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। ঘন ঘন খিদেও পাচ্ছে না। তাতে অবশ্য ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমেছে। কিন্তু হাঁসফাঁস করা গরমে ঘুম ছুটি নিয়েছে। দু'চোখ এক করা সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে কায়িক পরিশ্রম, অন্য দিকে মানসিক চাপ সব মিলিয়ে একরাশ ক্লান্তির চাদর জড়িয়ে থাকে শরীরে।

ক্লান্তিতে ঘুম আসে। কিন্তু ক্লান্তির পরিমাণ বেশি হলে তখন আর কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। এর সহজ সমাধান লুকিয়ে আছে কিছু খাবারে। কোন খাবারগুলি খেলে ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন ফুরাবে?

কলা- ম্যাগনেশিয়াম আর পটাশিয়াম রয়েছে কলায়। এই দু'টি উপাদান দ্রুত ঘুম আনতে সাহায্য করে। তা ছাড়া, কলায় থাকা ট্রিপটোফ্যান এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড সেরোটোনিন ক্ষরণ করে। যা মানসিক শান্তি দেয়। ফলে ঘুমও দ্রুত আসে।

ওট- শুধু ওজন কমাতে নয়, শান্তিতে ঘুমোতেও ভরসা রাখতে পারেন ওটসের উপর। ওটসে থাকা ফাইবার হজমের গোলমাল কমানো ছাড়াও ঘুমের দেশে যেতেও সাহায্য করে। এই গরমে ওটসের সঙ্গে টকদই খেতে পারেন। শান্তির ঘুম হবে।

আখরোট- ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে আখরোট হল অন্যতম উপকারী। বিশেষ করে অনিদ্রার সমস্যায় আখরোট হল দাওয়াই। এই বাদামে ম্যাগনেশিয়াম থাকায় ঘুমের জন্য ছটফট করতে হয় না। মুখে দিলেই ঘুম চলে আসে।

বেরি- এসি চালিয়ে ঘুমোচ্ছেন, তাও ঘুম আসছে না? তা হলে বিছানা ছেড়ে উঠে কয়েকটি বেরি মুখে পুরে দিন। কোথা থেকে যে একরাশ ঘুম এসে দু'চোখে জড়ো হবে, বুঝতেই পারবেন না।

## তারুণ্য বজায় রাখতে মধুর ভূমিকা অপরিহার্য

পুষ্টিগুণ ও উপাদেয়তার দিকটি বিবেচনা করে যদি আমরা খাবারের একটি তালিকা করি, সে তালিকার প্রথম সারিতেই থাকবে মধুর নাম। এটি শরীরের জন্য উপকারী এবং নিয়মিত মধু সেবন করলে অসংখ্য রোগবালাই থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এটি বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত।

মধুর উপাদানঃ মধুতে প্রায় ৪৫টি খাদ্য উপাদান থাকে। ফুলের পরাগের মধুতে থাকে ২৫ থেকে ৩৭ শতাংশ গ্লুকোজ, ৩৪ থেকে ৪৩ শতাংশ ফ্রুক্টোজ, ০.৫ থেকে ৩.০ শতাংশ সুক্রোজ এবং ৫ থেকে ১২ শতাংশমল্টোজ। আরও থাকে ২২ শতাংশ অ্যামাইনো অ্যাসিড, ২৮ শতাংশ খনিজ লবণ এবং ১১ শতাংশএনকাইম। এতে চর্বি ও প্রোটিন নেই। ১০০ গ্রাম মধুতে থাকে ২৮৮ ক্যালরি।

মধুর উপকারিতা

হজমে সহায়তা: এতে যে শর্করা থাকে, তা সহজেই হজম হয়। কারণ, এতে যে ডেক্সট্রিন থাকে, তা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়া করে। পেটরোগা মানুষের জন্য মধু বিশেষ উপকারী।

রক্তশূন্যতায়: মধু রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করে বলে এটি রক্তশূন্যতায় বেশ ফলদায়ক। কারণ, এতে থাকে খুব বেশি পরিমাণে কপার, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ।

ফুসফুসের যাবতীয় রোগ ও শ্বাসকষ্ট নিরাময়ে: বলা হয়, ফুসফুসের যাবতীয় রোগে মধু উপকারী। যদি একজন অ্যাজমা (শ্বাসকষ্ট) রোগীর নাকের কাছে মধু ধরে শ্বাস টেনে নেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক এবং গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিতে পারবে। অনেকে মনে করে, এক বছরের পুরোনো মধু শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বেশ ভালো।

অনিদ্রায়: মধু অনিদ্রার ভালো ওষুধ। রাতে শোয়ার আগে এক গ্লাস পানির সঙ্গে দুই চা—চামচ মধু মিশিয়ে খেলে এটি গভীর ঘুম ও সম্মোহনের কাজ করে।

যৌন দুর্বলতায়: পুরুষদের মধ্যে যাঁদের যৌন দুর্বলতা রয়েছে, তাঁরা যদি প্রতিদিন মধু ও ছোলা মিশিয়ে খান, তাহলে বেশ উপকার পাবেন।

প্রশান্তিদায়ক পানীয়: হালকা গরম দুধের সঙ্গে মিশ্রিত মধু একটি প্রশান্তিদায়ক পানীয়।

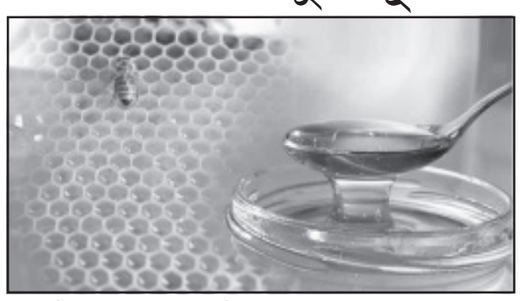

পাকস্থলীর সুস্থতায়: মধু পাকস্থলীর কাজকে জোরালো করে এবং হজমের গোলমাল দূর করে। এর ব্যবহার হাইড্রোক্লরিক অ্যাসিড ক্ষরণ কমিয়ে দেয় বলে অরুচি, বমিভাব, বুকজ্বালা এগুলো দূর করা সম্ভব হয়। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে: চোখের জন্য ভালো। গাজরের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। রূপচর্চায়: মেয়েদের রূপচর্চার ক্ষেত্রে মাস্ক হিসেবে মধুর ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। মুখের ত্বকের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্যও মধু ব্যবহৃত হয়।

ওজন কমাতে: মধুতে নেই কোনো চর্বি। পেট পরিষ্কার করে, চর্বি কমায়, ফলে ওজন কমে।

তারুণ্য বজায় রাখতে: তারুণ্য বজায় রাখতে মধুর ভূমিকা অপরিহার্য। এটি অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের রং ও ত্বক সুন্দর করে। ত্বকের ভাঁজ পড়া ও বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে। শরীরের সামগ্রিক শক্তি ও তারুণ্য বাড়ায়।

উচ্চ রক্তচাপ কমায়: দুই চামচ মধুর সঙ্গে এক চামচ রসুনের রস মেশান। সকাল-সন্ধ্যা দুইবার এই মিশ্রণ খান। প্রতিনিয়ত এটার ব্যবহার উচ্চ রক্তচাপ কমায়। প্রতিদিন সকালে খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত।

রক্ত পরিষ্কারক: এক গ্লাস গরম পানির সঙ্গে এক বা দুই চামচ মধু ও এক চামচ লেবুর রস মেশান। পেট খালি করার আগে প্রতিদিন এই মিশ্রণ খান। এটা রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া রক্তনালিগুলোও পরিষ্কার করে।

রক্ত উৎপাদনে সহায়তা: রক্ত উৎপাদনকারী উপকরণ আয়রন রয়েছে মধুতে। আয়রন রক্তের উপাদানকে (আরবিসি, ডব্লিউবিসি, প্লাটিলেট) অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী করে।

৪. ক্যারামেল পুডিং তৈরি করার সময়, চিনি দিয়ে তৈরি করে রাখা ক্যারামেলটি ভালো করে ঠান্ডা করে নিন। এরপর দুধের মিশ্রণ ঢালতে হবে। তা না হলে দুধের সঙ্গে ক্যারামেল গলে যাবে।

৫. পুডিং এর মিষ্টতা ইচ্ছে অনুযায়ী বাড়াতে বা কমাতে পারেন। এতে স্বাদের কোন পরিবর্তন হবে না।

৬. পুডিং এর ছাঁচ না থাকলে অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টিলের ছোট বাটি বা কৌটায় ঘি মাখিয়েও পুডিং তৈরি করা যায়।

৭. পুডিং ছাঁচে ভরবার সময় সম্পূর্ণ ভর্তি করা যাবে না। ১/৩ ভাগ খালি রাখতে হবে। পুডিং ভাপে ফুলে উঠতে থাকে ক্রমশ সেজন্য ছাঁচ ভর্তি করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৮. পুডিংয়ের ছাঁচের উপর কমপক্ষে দু-প্রস্থ গ্রীজড পেপার বা অয়েল পেপার বেঁধে নেবেন তাহলে ভেতরে পানি ঢুকে যাবার ভয় থাকবে না

৯. পুডিংয়ের ছাঁচে বনস্পতি ঘি বা মাখন মাখিয়ে নেবেন তার ফলে পুডিং সহজেই ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসবে।

১০. পুডিংয়ের স্বাদ বাড়ানোর জন্য দুধ ডিম গোলানোর সময় এতে সামান্য এলাচ ও দারুচিনি দিলে পুডিংয়ে একটা আলাদা ফ্লেভার আসে। তবে পুডিং চুলায় বসানোর আগে মশলাগুলো তুলে নিতে হবে।

১১. পুডিংয়ে মাখন ব্যবহার করা উত্তম। তবে এর পরিবর্তে বনস্পতি ঘি ব্যবহার করতে পারেন তাতে স্বাদ কম হবে না।

১২. ভাপে জমানো পুডিং সব সময় সস দিয়ে পরিবেশন করবেন।

১৩. বেক পুডিং ওভেন থেকে বের করে সরাসরি পরিবেশন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান হল ছানার পুডিং, আপেল অরেঞ্জ হট পুডিং ইত্যাদি।

১৪. পুডিং বেক করতে হলে বেকিং টিনের পরিবর্তে কেরোসিল বা পাইরেক্সিনের কাঁচের তৈরি ওভেন প্রুফ ডিশ ব্যবহার করুন।

১৫. কাচের তৈরি ওভেন প্রুফ ডিশ ব্যবহার করলে, পুডিং ছাঁচ থেকে ঢেলে বের করার আর ঝুঁকি থাকে না। তাছাড়া পুডিংটিও সুদৃশ্য থাকবে।

## হার্টের সমস্যা গরমে ঝুঁকি এড়াতে কোন নিয়মগুলি মেনে চলা জরুরি?

চৈত্রের মাঝামাঝি জাঁকিয়ে গরম পড়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গরম আরও বাড়বে। ফলে সুস্থ থাকতে গরমে বেশি বাইরে বেরোতে বারণ করছেন চিকিৎসকেরা। বিশেষ করে যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের বেশি করে সুস্থ থাকা প্রয়োজন। এই সময়ে শরীরে জলের পরিমাণ কম থাকে। শরীরের পর্যাপ্ত আর্দতা হ্রাস পায়।

শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হলে হৃদ্যন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা এমনকি, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে। হৃদ্যন্ত্রজনিত কোনও সমস্যা থাকলে এই গরমে নিজের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন। নিয়মিত ব্যায়াম, নুন কম খাওয়া, মানসিক চাপ কমানোর মতো বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এগুলি ছাড়াও গরমে সুস্থ থাকতে হৃদরোগীদের কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।

১) রোদে বেশি না বেরোনোই ভাল। যথাসম্ভব বাড়ির ভিতরেই থাকুন। তবে কাজের প্রয়োজনে বেরোতে হয়ই। সে ক্ষেত্রে ছাতা, রোদচশমা ব্যবহার করা জরুরি। আর প্রয়োজন না থাকলে দিনের বেলা বাড়িতে থাকার চেষ্টা করুন।

২) গরমে চা, কফি, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে দূরে থাকুন। বরং বেশি করে জল খান। ডাবের জল, আখের রসের মতো কিছু পানীয়ও খেতে পারেন।

৩) ভারী পোশাক একেবারে নয়। বরং এই গরমে সুস্থ থাকতে পরনে থাকুক হালকা রঙের সুতির জামাকাপড়। ঘাম হয় এমন পোশাক না পরাই ভাল। হালকা জামাকাপড় পরার চেষ্টা করুন।

৪) হার্টের সমস্যা থাকলে গরমে নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করুন। যদি দেখেন রক্তচাপ একটু বেশির দিকে, তা হলে অতি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৫) বেশি করে জল খান। হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত জল খাওয়ার বিকল্প নেই। রঙিন পানীয় একেবারে এড়িয়ে চলুন। বেশি করে জল জাতীয় মরসুমি ফলও খেতে পারেন।

বাঁ উরুর উপর ডান পা এবং ডান উরুর উপর বাঁ পা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এ বার দু"হাত সোজা করে হাঁটুর উপর রাখুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এই ভাবে বসা অভ্যাস করুন মিনিট পাঁচেক।

## ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাচ্ছেন? সাময়িক স্বস্তি বদলে যেতে পারে অসুস্থতায়

চৈত্রের শুরুতেই গ্রীষ্মের যে দাপট, তাতে দিনের বেলা বাইরে বেরোনোই দায় হয়ে উঠেছে। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে পিচ-গরম রাস্তায় পা রাখতে হবে ভেবেই একরাশ ক্লান্তি ঘিরে ধরে। রোদচশমা, ছাতা ব্যবহার করে, মাথায় ওড়না জড়িয়েও গরমের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। কাজ সেরে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি ফিরেই হাত চলে যায় ফ্রিজে।

থরে থরে সাজিয়ে রাখা ঠান্ডা জল বোতল থেকে একটু গলায় ঢাললেই শান্তি। স্বস্তিতে চোখ বুজে আসে। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রোদ থেকে ফিরে ঢক ঢক করে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। সাময়িক শান্তি পাওয়া গেলেও পরে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাইগ্রেন

অত্যধিক ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে। আগে থেকে যাঁদের মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, রোদ থেকে ফিরে ঠান্ডা জল খাওয়া তাঁদের উচিত নয় একেবারেই। মাথাব্যথা হঠাতমাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

হজমের গোলমাল

ঠান্ডা জল হজমের সমস্যা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি, পেটে ব্যথা এবং ডায়েরিয়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে বেশি ঠান্ডা জল খাওয়ার ফলে। রোদ থেকে ফিরেই ঠান্ডা জল খাবেন না। কিছু ক্ষণ ধাতস্থ হয়ে তার পর জল খান।

গলাব্যথা

রোদ থেকে ঘেমেনেয়ে ফিরে কনকনে ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাসে থাইরক্সিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ফলে থাইরয়েড হওয়ার আশঙ্কা

একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে টনসিল গ্রন্থি ফুলে গলাব্যথার সমস্যাতেও ভুগতে হতে পারে।

ক্লান্তি

অতিরিক্ত ঠান্ডা জল খেলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবারের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদানগুলির ক্ষয় ঘটতে পারে। ফলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর। তাই রোদ থেকে ফিরে ঠান্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়।

## বিভিন্ন ডালের গুণাগুন

ভাতের সঙ্গে তরকারি, মাছ, মাংস যা-ই থাকুক না কেন, ডাল না হলে চলে না। সাধারণ গেরস্ত বাড়িতে মুগডাল খাওয়ার চলই বেশি। যে হেতু মুসুর ডালে প্রোটিন বেশি, তাই অনেকেরই ধারণা, এই ডাল বেশি খাওয়া ভাল না। সাধারণ খিচুড়ি হোক বা মাছের মাথা দিয়ে ডাল মুগের প্রাধান্যই বেশি। আবার, গরমকালে লাউ কিংবা আম দিয়ে মুগডালের পদ, তা-ও বেশ উপাদেয়।

তবে, পেটে গ্যাস বা অম্বল হওয়ার ভয়ে অনেকেই মুগডাল বেশি খেতে চান না। কিন্তু, পুষ্টিবিদেরা বলছেন, অন্যান্য ডালের চেয়ে মুগডালের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। মুসুরের মতো না হলেও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হিসেবে মুগডালও বেশ ভাল।

মুগডাল খেলে শরীরের আর কী কী উপকার হয়?

১) মুগডালে ক্যালোরি নেই বললেই চলে। তাই রোজ খেলেও ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। ওজন নিয়ন্ত্রণে

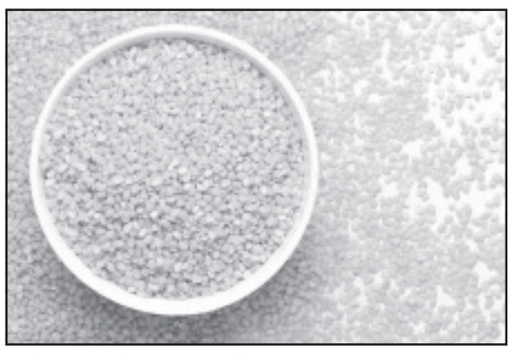

রাখতেও সাহায্য করে। ২) মুগডালের মধ্যে রয়েছে সহজপাচ্য ফাইবার। যা হজমশক্তি ভাল রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে তা-ও দূর করে। অন্ত্রে ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে মুগডাল।

৩) মুগডালের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন বি-র মতো প্রয়োজনীয় বেশ কিছু খনিজ। যা রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং কায়িক পরিশ্রম করতে সাহায্য করে। মুগডালের মধ্যে যে আয়রন রয়েছে, তা রক্তাল্পতা নিরাময়ে সাহায্য করে। ৪) অঙ্কুরিত সবুজ মুগ রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। কারণ, এই ডালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। এই ধরনের খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে ওঠানামা করে না। ৫) ত্বকে জেল্লা বজায় রাখতেও সাহায্য করে মুগডাল। কারণ, এই ডালের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ই। এই দু'টি ভিটামিন ই ফ্রি র‍্যাডিক্যাল এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

# বাংলাদেশের মানুষের জয়গানের মধ্য দিয়ে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে ছায়ানট

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৬।। বাংলাদেশের মানুষের জয়গানের মধ্য দিয়ে এবারের নববর্ষের প্রথম প্রভাতে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র ছায়ানট। ভোরের আলো ফুটতেই আহীর ভৈরব রাগে বাঁশির সুরে এবারের নতুন বছর আবাহনের শুরু হবে। পুরো অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে নতুন স্নিগ্ধ আলোয় স্নাত প্রকৃতির গান, মানবপ্রেম-দেশপ্রেম আর আত্মবোধন-জাগরণের সুরবাণী দিয়ে। ভোগবাদ নয়, স্বার্থপরতা নয়, মনুষ্যত্বকে পাওয়ার অভিলাষই থাকবে ছায়ানটের আহ্বানে।

শনিবার (৬ এপ্রিল) রাজধানীর লালমাটিয়ায় ছায়ানট কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ছায়ানটের পক্ষ থেকে এসব কথা জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন বর্ষবরণের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী, সহসভাপতি আতিউর রহমান, সহসভাপতি খায়রুল আনাম শাকিল, সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা এবং যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত রায়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্ষবরণ সার্থক করতে শতাধিক খুদে ও বড় শিল্পী আন্তরিক নিষ্ঠায় প্রায় আড়াই মাস আগে থেকেই গান তোলা আর গলা মেলানোর কাজে নেমেছেন। রমনা উদ্যানে দুই ঘণ্টার এই আয়োজন সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার। দেখা যাবে ছায়ানটের ইউটিউব চ্যানেলেও। সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ১৫০ জনের মতো শিল্পী-কর্মীকে ধারণ করতে পারবে, এমন মঞ্চ নির্মাণের কাজ চলছে।

আয়োজকেরা বলেছেন, নতুন বাংলা বছরকে বরণ করার এই আয়োজন সার্থক করে তুলতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরের মতোই অক্লান্ত সেবা দিয়ে চলেছে। ছায়ানট কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা, লাউড ওয়ার্কস এবং থার্টিনথ হুসার্স ওপেন রোভার গ্রুপের সদস্যরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে ছায়ানটের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ যেভাবে বেড়েছে, সেভাবে কমেছে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, যার ফলে ক্ষয়ে চলেছে মানবতা, ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটছে মূল্যবোধের। মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্বের ক্রমবৃদ্ধিতে, অন্য মানুষের প্রতি আচরণের অস্বাভাবিকতায় আজ আমরা মুখোমুখি নতুন সংকটের। তবে এই সংকটে আমরা আশাহত হই না, দিশা হারাই না, বিশ্বাস করি মানুষের কাছে গিয়ে, মানুষের হাতে হাত রেখে সবার সাথে মিলবার, চলবার, গাইবার সাধনাই মানুষকে আবার ফিরিয়ে আনবে মানুষের কাছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, স্বাভাবিকতা ও পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতির সাধনায় আমাদের যুক্ত হতে হবে।

## ভূপতিনগরে এনআইএ : মমতার প্রশ্ন পুলিশকে জানায়নি কেন

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ভূপতিনগরে এনআইএর গাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, মধ্যরাতে কেন অভিযান?"

ভোটের আগে বিজেপি এনআইএ-সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে, এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভোটের আগে কেন গ্রেফতার? সব ভোট ম্যানেজারদের গ্রেফতার করে ভোটে জিতবে? কী অধিকার আছে এনআইএর? বিজেপি যে নোংরা খেলা খেলছে তার বিরুদ্ধে আমরা আওয়াজ তুলব সারা দেশে।"

কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাঁচ ভাঙা গাড়ি। সামনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পথ আগলে রাস্তায় বসে মহিলারা। আবার কেউবা দাঁড়িয়ে। তাঁদের হাতে বাঁশ, লাঠিসোটা। শনিবার সাতসকালে এই ছবি পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরের। যা ফেরাল সন্দেশখালির স্মৃতি। প্রায় একই কায়দায় মারমুখী মহিলা ব্রিগেডের হামলার শিকার কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

## হামলা মহিলারা করেননি, হামলা করেছে এনআইএ : মমতা

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপরে হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের সভা থেকে তিনি শনিবার দাবি করলেন, "ভূপতিনগরে এনআইএ আধিকারিকদের উপর হামলা করেনি মহিলারা। হামলা করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিই। আর তা স্থানীয় মহিলারা রুখে দাঁড়িয়েছেন।

মমতা বলেন, 'হামলাটা কে করেছে? মেয়েরা করেনি। করেছে এনআইএ। গদ্দার জানে হারবে। তাই লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে কোথায় একটা চকোলেট বোম ফেটেছিল ২০২২ সালে, তার খোঁজ করে। যদি মহিলাদের বাড়ি গিয়ে, গ্রামে গিয়ে অত্যাচার করে। মহিলারা কী করবে?"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সেক্ষেত্রে শাঁখা-পলা পরে, মাথায় ওড়না দিয়ে বসে থাকবে? মহিলারা তাঁদের ইজ্জত, সম্মান রক্ষা করবে না? তুমি রাতের বেলায় ঢুকে যাবে বাড়ি বাড়ি। তৃণমূলের সব এজেন্টকে গ্রেফতার করতে হবে?' ভূপতিনগরের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির পথ রুখে রয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের হাতে বাঁশ, লাঠিসোটা। রণংদেহী হামলাকারীদের আক্রমণ এনআইএ আধিকারিকরা জখম হয়েছেন বলেই দাবি।

## রাজ্য বিজেপি-র দুই শীর্ষনেতাকে নির্বাচনী সভায় মমতার তোপ

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : "আপনারা বাংলার গদ্দার, কুলাঙ্গার"। রাজ্য বিজেপি-র দুই শীর্ষনেতাকে এক বন্ধনীতে রেখে শনিবার এই ভাষাতেই দক্ষিণ দিনাজপুর তপনের সভায় আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারীর নাম সরাসরি না এনে তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, "আপনারা বাংলার টাকা বন্ধ করেছেন, আপনারা বাংলার গদ্দার। আপনারা বাংলার কুলাঙ্গার। আপনারা বাংলার ভাল চান না। আপনারা উত্তরবঙ্গের ভাল চান না। আপনারা দক্ষিণবঙ্গেরও ভাল চান না।"সুকান্তবাবু বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। মালদার তপন বিধানসভা কেন্দ্র ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সভায় তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন মমতা। বলেন, "চ্যালেঞ্জ করছি সুকান্তবাবুকে, ভোট দেওয়ার আগে, বলেননি আপনি আর গদ্দার, বাংলাকে ১০০ দিনের টাকা দেওয়া যাবে না? বাংলার বাড়ি দেওয়া যাবে না? রাস্তা দেওয়া যাবে না? সারি সারনা ধর্ম নিয়ে কখনও কথা বলেছেন?"নাম না করে সুকান্তবাবু এবং শুভেন্দুবাবুকে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, "আপনাদের এখানে ওই কুসান্ত বাবু আছেন, আর ওদিকে আছে গদ্দার। এরা মনে করে যা বলবে তা-ই করতে হবে। গায়ের জোরে চালাবে।"বালুরঘাটে আগের বারের জয়ী সাংসদ তথা বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মমতা বলেন, "তপনে আগেও এসেছিলাম। এখানে আগে আপনারা আমাকে জিতিয়েছেন। কিন্তু প্রার্থী অন্য দলে চলে যান। হেরে যান। " উত্তরবঙ্গে মমতার প্রচার শুরু হয়েছিল কোচবিহার থেকে। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি হয়ে শনিবার মমতা পৌঁছলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তপনে।

## কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে আমরা আগামীকাল উপবাস করব : গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে আমরা আগামীকাল উপবাস করব, একথা জানান এএপি নেতা গোপাল রাই। তিনি শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে এএপি দল সমস্ত রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিতে একটি অনশন কর্মসূচির আয়োজন করবে। দিল্লির যন্তর মন্তরে রবিবার সকাল ১১টায় শুরু হবে এই সম্প্রদায়িক অনশন। যারা এই কর্মসূচিতে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন না তাঁরা তাদের শহরে বা গ্রামে বাড়িতে বসে এই উপবাস করবেন। ভারত ছাড়াও, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও আমাদের নেতার সুস্থতা ও দ্রুত মুক্তির জন্য অনশন করবেন।

উল্লেখ্য, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করেছিল। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর হেফাজত বাড়িয়েছে আদালত। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের পর থেকে এনিয়ে সারাদেশে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

## ভূপতিনগর বিস্ফোরণকাণ্ডে দুই তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার, তীব্র নিন্দা বিজেপির

ভূপতিনগর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এ বার তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল বিজেপি। রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি। পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, যে দু'জনকে আটক করেছিল এনআইএ, সেই বলাই মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, "পুরো বিষয়টি ঘটেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। স্থানীয় মানুষ নয়, এরা চিহ্নিত তৃণমূল নেতা এবং কর্মী। যে ভাবে একের পর এক কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর আক্রমণ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে দেখে মাঝেমাঝে আমাদের মনে হচ্ছে আফগানিস্তানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে এবং বিচারব্যবস্থাকে খুব তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করা উচিত। নচেৎ, পশ্চিমবঙ্গ আগামিদিনে ভারতের অঙ্গরাজ্য থাকবে, না কি থাকবে না, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে।'

## 'স্থানীয় পুলিশের সহায়তা ছাড়া এটা সম্ভব হতো না", তোপ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): ভূপতিনগরে এনআইএ-র তদন্তকারীদের ওপর আক্রমণের নেপথ্যে স্থানীয় পুলিশের সহায়তার অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ পর্য্যবেক্ষক অমিত মালব্য। তাঁর দাবি, "স্থানীয় পুলিশের সহায়তা ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।"

শনিবার তিনি দুটি ভিডিও যুক্ত করে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃশাসনে পশ্চিমবঙ্গ বরাবরের মতোই অনাচারে রয়ে গেছে। ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার পর এবার আক্রমণের মুখে পড়ল আরও একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এনআইএ অফিসারদের একটি দল পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে গিয়েছিল দুই টিএমসি নেতাকে গ্রেফতার করতে। এনআইএ-র ওই আধিকারিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ১০০/১৫০ গ্রামবাসী, এনআইএ দলকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধা দেয়। তাদের গাড়িতে পাথরও ছোঁড়ে। শাহজাহান শেখ থেকে অনুব্রত মণ্ডল পর্য্যন্ত বাংলার সমস্ত অপরাধীরা টিএমসির সুরক্ষা ভোগ করে।"

## "বিজেপি পরিকল্পিতভাবে গোলমাল করাতে চাইছে", দাবি কুণালের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): ভূপতিনগর-কাণ্ডে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। শনিবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেন।

কুণাল জানান, "ভূপতিনগরের ঘটনা অনভিপ্রেত। কিন্তু, এর পেছনে বিজেপির রাজনীতি ও প্ররোচনা। যেহেতু মানুষ জানেন বিজেপি নেতারা এনআইএ-র সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল কর্মীদের তালিকা দিয়ে এসেছিলেন। তাই সবাই চক্রান্তটা জানেন। স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ।

কোর্টকে সামনে রেখে এলাকা থেকে তৃণমূল কর্মীদের সরাতে মিথ্যা অভিযোগে নাম দিয়ে এনআইএ দিয়ে সরাতে চাইছে বিজেপি। মানুষ বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করেছেন।"

## সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত : যোগী আদিত্যনাথ

সাহারানপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব এখনও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত, শনিবার এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে একটি জনসমাবেশে একথা বলেন। এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের নির্বাচনী জনসমাবেশে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সকলের কাছে একটি বড় সমস্যা। যার সমাধান করা অত্যন্ত আবশ্যিক একটি কাজ। আজ বিশ্বও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত।

## "আইন-শৃঙ্খলা কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে", দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : "পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে"। শনিবার এই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ভূপতিনগর বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তকারী এনআইএ দল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভূপতিনগরে হামলার শিকার হয়েছে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ এখন ভারতের নির্বাচন কমিশনের হাতে, তাই ভূপতিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কাঁথির এসডিপিও ও এসপির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের।"

আক্রান্ত এনআইএ-র গাড়ির ভিডিও-সহ শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের আক্রমণ করার পরেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনার কারণেই টিএমসি নেতারা এখনও এনআইএ অফিসারদের আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে। তিনি সম্প্রতি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে এনআইএ সম্পর্কে অস্বাভাবিক কথা বলেছেন।

এনআইএ-র সমন পাওয়ার পরেও বলাই মাইতি এবং অন্যদের যারা সহযোগিতা করেনি তাদের গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। পরিবর্তে এই টিএমসি নেতারা কীভাবে জাতীয় তদন্ত সংস্থার অফিসারদের উপর আক্রমণ করবেন

## সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত : যোগী আদিত্যনাথ

সাহারানপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব এখনও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত, শনিবার এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে একটি জনসমাবেশে একথা বলেন। এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের নির্বাচনী জনসমাবেশে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সকলের কাছে একটি বড় সমস্যা। যার সমাধান করা অত্যন্ত আবশ্যিক একটি কাজ। আজ বিশ্বও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত।

## বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মীদের অভিনন্দন মোহন যাদবের

ভোপাল, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের পরিশ্রমী কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'ভারত মাতার সেবায় নিবেদিত রাষ্ট্রীয় সেবকদের বৃহত্তম সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক অভিনন্দন। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জিত হোক। সফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠুক,এই প্রার্থনা করি বাবা শ্রী মহাকালের কাছে। এই উপলক্ষ্যে আমি সেই সমস্ত ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিত্বদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁদের দৃঢ়তা, ত্যাগ, নিবেদন এবং নির্দেশনায় এই পরিবারটি একটি বিশাল রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।'

## বিশিষ্ট নেতাদের বিজেপিতে আসায় দল শক্তিশালী হয়েছে : ব্রজেশ পাঠক

লখনউ, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিশিষ্ট নেতাদের বিজেপিতে আসায় দল শক্তিশালী হয়েছে, এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের উপ মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তিনি শনিবার লখনউতে একথা বলেন। উত্তর প্রদেশের উপ মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতারা বিজেপিতে যোগদান করছেন। তারফলে বিজেপি আগের থেকে অনেক শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনারা সবাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। নির্বাচন সঠিক সময়ে এবং সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে। সদ্য যোগদান করা নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সবাই আপনাদের এলাকায় দলকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করবেন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে সবসময় নিজের পরিবারের সদস্য মনে করে কাজ করবেন বলেও তিনি এদিন সকলকে নির্দেশ দেন।

## অনুপমা উপাধ্যায় কাজাখস্তান আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জে মহিলাদের একক শিরোপা জিতলেন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : কাজাখস্তান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট শনিবার জিতলেন অনুপমা উপাধ্যায়। মহিলাদের এককে তিনি হারান ইশারানি বড়ুয়াকে। প্রাক্তন জুনিয়র বিশ্ব নং ১ অনুপমা ২১-১৫,২১-১৬ তে শিরোপা জিতেছেন। ১৯ বছর বয়সী এই ভারতীয়র আগে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ ২০২১, তাজিকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ ২০২৩—এর পাশাপাশি ২০২২ এবং এই বছর পোলিশ ওপেন জিতেছেন।

## বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের ছেলে অজয় যাদব

লখনউ, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের ছেলে অজয় যাদব। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দলের নেতাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

## যারা দুর্নীতি নির্মূলের কথা বলে, তারাই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে জড়িত: গোবিন্দ সিং দোতাসরা

জয়পুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ১০ বছর হয়ে গেছে জনগণ এখন বিজেপির স্বৈরাচারে বিরক্ত, এই মন্তব্য করেন রাজস্থানে কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা। তিনি শনিবার রাজস্থানের জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

তিনি এদিন আরও বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানের চুরুতে এসেছিলেন। চুরু, ঝুনঝুনু এবং শেখাবতী হল কৃষক অধ্যুষিত এলাকা সেখানে এসে জনসভায় মোদী শুধু বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতা দিলে কৃষকদের শুধু পেট ভরবে না, তাদের প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যের উন্নতি। ১০ বছর হয়ে গেছে, এবং জনগণ এখন বিজেপির স্বৈরাচারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। যারা দুর্নীতি নির্মূলের কথা বলে তারাই আবার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে জড়িত। ইলেক্টোরাল বন্ড ইস্যু তার একটা উদাহরণ, বলেও তিনি এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি।

## মোদীর বিরুদ্ধে গায়ের জোরে ভোট করানোর অভিযোগ মমতার

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গায়ের জোরে ভোট করাচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন মমতা। শনিবার তপনে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মোদী জোর করে ভোট করে, এজেন্সি দিয়ে ভোট করে, গ্রেফতার করে ভোট করে, গ্যারান্টির নামে এনআরসি করে, বদমাইশি করে, নির্বাচন দখল করে।"

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের এই সভায় বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ক্ষমতা থাকলে গণতন্ত্রের লড়াই করে জেতো। তৃণমূলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করবে না। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করবে না। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার করবে না।

এক সময় ভোটে আপনারা আমাদের জিতিয়েছিলেন। এই মন্তব্য করে মমতা বলেন, "ভোটের আগে তৃণমূলের সমস্ত এজেন্টদের গ্রেফতার করতে হবে? নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে? আমরা নিরপেক্ষ কমিশন চাই। এই বিজেপির কমিশন চাই না।"

মমতা বলেন, আমার গ্যারান্টি মানুষ। আমার গ্যারান্টি মা মাটি মানুষের গ্যারান্টি।

## লোকসভার আরও ৬ প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভার জন্য ৬ জন প্রার্থীর নামের আরেকটি তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এটি অনুমোদন করা হয়েছে।

দাদরা নগর হাভেলির একটি আসন, গাইভারের দুটি আসন এবং মধ্যপ্রদেশের তিনটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে প্রবীণ পাঠক, খান্ডোয়া থেকে নরেন্দ্র প্যাটেল এবং মোরেনা থেকে সত্যপাল সিং সিকারওয়ারকে মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়াও উত্তর গোয়া থেকে রমাকান্ত খালাপ, দক্ষিণ গোয়া থেকে ক্যাপ্টেন ভিরিয়াতো ফার্নান্ডেজ এবং দাদরা নগর হাভেলি আসন থেকে অজিত রামজি ভাই মহলাকে টিকিট দিয়েছে ভোটের।

## রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, তীব্র আক্রমণ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র আধিকারিকদের ওপর হামলার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে শনিবার রাহুল সিনহা বলেছেন, 'এজেন্সির উপর এই ধরণের আক্রমণ ইঙ্গিত করে যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই...শাসনের নামে মমতা ব্যানার্জি ""তানাশাহী"" (একনায়কতন্ত্র) করছেন এবং রাজ্যের ভবিষ্যত তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। যারাই এই কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।'

উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই ঘটনায় দু""জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ, এ বার তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল বিজেপি।

## ""এক দেশ, এক ভোট"" ভারতকে মজবুত ও শক্তিশালী করবে : রাজনাথ সিং

সিঙ্গরৌলি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও এবার ""এক দেশ, এক ভোট""-এর পক্ষে সওয়াল করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। শনিবার মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গরৌলিতে এক নির্বাচনী প্রচারে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'এক দেশ, এক ভোট"" দেশকে শক্তিশালী করবে। জনগণ নিজেদের ভোটের ভালো ব্যবহার করতে পারবেন।' দেশের আরও উন্নয়নের জন্য বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের নির্বাচনী জনসভায় তিনি আরও বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট' হর্স ট্রেডিং (ঘোড়া কেনাবেচা) বন্ধ করারও একটি সমাধান। দেশে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' হওয়া উচিত।'

## ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু পঞ্জাব পুলিশের এসিপি-সহ এক ব্যক্তির

চণ্ডীগড়, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পঞ্জাব পুলিশের এসিপি-সহ এক ব্যক্তির। শুক্রবার রাতে পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সমরালা এলাকার দিয়ালপুরা গ্রামের ফ্লাইওভারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রাত ১টা নাগাদ দুটি গাড়ির সংঘর্ষে পঞ্জাব পুলিশের এসিপি এবং এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে পঞ্জাব পুলিশের এসিপি এবং একটি গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত এসিপির নাম সন্দীপ এবং চালকের নাম প্রভজোত।সন্দীপ লুধিয়ানার আগে সাঙ্গরুরে কর্মরত ছিলেন এবং ২০১৬ ব্যাচের ডিএসপি ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে দুটি গাড়িই ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। যে গাড়িতে এসিপি সন্দীপ যাচ্ছিলেন হঠাৎই সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

# জনমনে !

● প্রথম পাতার পর

সমস্যাও অনায়াসেই সমাধান হয়ে যেত।পাশাপাশি এলাকার পশু পালকরা ও স্বল্পমূল্যে শংকর প্রজাতির দুগ্ধ গাভী ক্রয় করতে পারত এই ফার্ম থেকে।কিন্তু বার্ধক্যের কারণে ফার্মের মালিক তথা সানীয়দের প্রিয় স্যার ফার্মটিকে নিয়মিত দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

ফলে ফার্মের আরও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে মালিক পক্ষ তথা সকলের প্রিয় স্যার এই ফার্মটিকে তুলে দেন সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানির কাছে।এর কয়েক বছরের মধ্যেই চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির মধ্যে নাম চলে আসে কলকাতার সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানির।এর কিছুদিন বাদেই আসামের গৌয়াহাটি থেকে এন্ডফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জোনাল অফিস থেকে একটি টিম এসে এই ফার্মের সামনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ফার্মের ঝাঁপ বন্ধ করে চলে যান।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সুষ্ঠু নজরদারির অভাবে একটা শ্রেণি কোটি টাকা মূল্যের ফার্মের প্রায় ২০০ শংকর প্রজাতির গরু বিক্রি করে ফার্মের অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ লুট করে ফার্মটিকে পথে বসিয়ে দেন।সম্প্রতি এলাকার গর্ব এই ফার্মটি পরিদর্শন করে যে চিত্র দেখা গেছে তা বড়ই করুন।তাই এলাকার স্থানীয় বেকার যুবকরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।তাদের দাবি সারদা চিটফান্ড মামলা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সানীয় বেকার যুবকদের নিয়ে একটি সোসাইটি বা কমিটি গঠন করে আইনের জটিলতা এড়িয়ে ফার্মটিকে পুনরায় সচল করতে প্রশাসন যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।তাহলে এই লম্বুতলী এলাকার বেকার যুবতীদের পাশাপাশি স্থানীয়রাও আর্থিক দিক দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ খুজে পাবে।

# বলি বধূ

● প্রথম পাতার পর

সম্পত্তি নিয়ে প্রায় সময় প্রদীপ নাথ চৌধুরীর সাথে উনার মা এবং বাড়ির অন্যান্যদের ঝামেলা লেগে থাকত বলে মৃত গৃহবধূর ভাই জানিয়েছেন। গতকাল রাতে কল্যাণপুর থানার পুলিশের মারফত খবর পেয়ে প্রতিমার বাড়ির লোকজন প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চলে যায়, এরপর মৃত্যুর মুখে পতিত বোনকে নিয়ে জিবি হাসপাতালে গেলেও শেষ করা যায়নি, আজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এক সন্তানের জননী প্রতিমা।

ঘটনার পরপরই কল্যাণপুর থানার পুলিশ প্রতিমার স্বামী প্রদীপ নাথ চৌধুরীকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছে, যদিও প্রতিমার পরিবারের পক্ষ থেকে তার শ্বশুরবাড়ির ৪-৫ জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবে মামলা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।এদিকে গোটা ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ সংবাদ পর্যন্ত প্রদীপ নাথ চৌধুরী রয়েছে কল্যাণপুর থানায়।

# বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। সেই মিছিলে সমস্ত কংগ্রেস ও কমিউনিস্টের নেতা কর্মীরা ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ত্রিপুরার ৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারকে দেখা যায়নি। কারণ, মানিক সরকার অবৈধ জোটের পক্ষে নেই।তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার কমিউনিস্ট করে এসেছেন।যাঁরা সারা জীবন ধরে কাস্তি হাতুড়িতে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কিভাবে এখন হাত চিহ্নে ভোট দেবেন। তাদের এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে।

# মানিক

● প্রথম পাতার পর

অগণতান্ত্রিক কায়দা অনুসরণ করছে। জনগণের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।এদিন তিনি আরও বলেন, ইডি, সিবিআই ও নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা আজ বিপন্ন। সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

# জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ভূপতিনগরের ঘটনায় পুলিশি নিস্ক্রিয়তার দায় নিতে রাজি নয় পুলিশ

পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ভূপতিনগরের ঘটনায় পুলিশি নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। যদিও পুলিশ এই দায় নিতে রাজি নয়। ২০২২ সালের বিস্ফোরণের মামলায় অভিযুক্তদের আটক করতে গিয়ে শনিবার স্থানীয়দের হামলার মুখে পড়তে হয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের। তাঁদের গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়। সেখান থেকে কোনও ক্রমে বেরিয়ে যায় এনআইএ। গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের দুই নেতাকে।

শনিবারের এনআইএ অভিযান নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, "আজ খুব সকালে ভূপতিনগর থানায় একটি দল এসেছিল। থানার তরফ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এই দলটি যখন থানা থেকে বেরোচ্ছিল, সেই সময় খবর আসে যে এনআইএ-র আরও কয়েকটি দল আগে থেকেই ভূপতিনগরের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা দু'জনকে গ্রেফতারও করেছে। সেখানেই ওই সময় উত্তেজনা ছড়ায়।" পুলিশ সুপার জানান, একটি গাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক জন অল্প আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার তদন্তও শুরু হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান, হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে পুলিশ। এদিন ভূপতিনগরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুলিশকে না-জানিয়ে মধ্যরাতে তদন্ত করতে গেলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বস্তুত, ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী।

# শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মেয়রের নামে কমিশনে অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচনী আচরণবিধি চালু থাকাকালীন কী ভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমে চলছে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি? এই প্রশ্ন তুলে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।ভোট ঘোষণার পরে নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়েছে। তাই গত সপ্তাহ থেকে বন্ধ রয়েছে কলকাতা পুরসভার 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি। প্রতি শনিবার এই কর্মসূচিতে কলকাতাবাসীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একই কর্মসূচি শিলিগুড়ি পুরসভায়ও চালু করেছেন গৌতম। যদিও তা এখনও চলছে। এ নিয়েই কমিশনে নালিশ জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মেয়র। তাতে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হচ্ছে। গৌতম যদিও জানিয়েছেন, তিনি যা করছেন, নির্বাচনী আধিকারিককে জানিয়েই করছেন।

# দলে নতুন করে আরও ১ লক্ষ মহিলা যুক্ত হলেন, দাবি তৃণমূলের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ৪৫ দিনের 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে তৃণমূলের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলেন লক্ষাধিক মহিলা সদস্য। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই দুমাস ব্যাপী 'চল পালটাই' মিছিল-মিটিংয়ের পাশাপাশি 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য মহিলা সভানেত্রী তথা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই কর্মসূচিতেই মিলেছে সাফল্য।

তৃণমূলের দাবি, ভোটের মুখে রাজ্যের শাসকদল মহিলা সদস্যের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। যারা নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও মোদির 'ভাঁওতা' বিরুংদ্ধে প্রচার করবেন।চন্দ্রিমা নিজে কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জঙ্গলমহল এবং রাঙামাটির বিভিন্ন জেলায় 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। আগে থেকেই তৃণমূলের কয়েক লক্ষ মহিলা সদস্য ছিল। এই পাড়া বৈঠকে বুথ পিছু একজন, কোথাও কোথাও ২ থেকে ৩ জন নতুন মহিলা তৃণমূলের সংগঠনে যুক্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে শনিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্যে ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। প্রত্যেক বুথে গড়ে ৫ জন করে মহিলা সদস্য ছিলই। সেই হিসেব মতো প্রায় ৪ লক্ষের বেশি মহিলা তৃণমূলের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। নতুন করে আরও ১ লক্ষ মহিলা যুক্ত হলেন। সব মিলিয়ে দলের মহিলা সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়াল।"তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নে সমসবময় জোর দেন। সেই কারণে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নানা প্রকল্প চালু করেছেন। চলতি বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিমানও বাড়িয়েছেন। তার সুফল পেয়েছেন মহিলারা। আর তাই তৃণমূলের উপর আস্থা বেড়েছে বঙ্গ নারীদের।

# সভায় পরোক্ষে এনআইএ-র তদন্তকারীদের হুঁশিয়ারি তৃণমূলনেত্রীর

উত্তর দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : "আমরা সব নজরে রাখছি। ভুলে যাচ্ছি না। যে অফিসারেরা এটা করছেন, আমি কাউকে ভয় দেখাচ্ছি না, বিজেপি কিন্তু সারাজীবন থাকবে না।" শনিবার এই ভাষাতেই এনআইএ-র তদন্তকারীদের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।কেন্দ্রীয় কর্তাদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, "চকলেট বোমা ফাটাও এনআইএ চলে আসছে। আরশোলা, ছারপোকা কামড়ালেও মানবাধিকার কমিশনকে পাঠাচ্ছে।বাংলায় কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা প্রসঙ্গে সিপিএমকেও আক্রমণ করেছেন মমতা। তিনি বলেন, "বিজেপির যত রাগ শুধু তৃণমূলের উপরে। সিপিএম তো সবচেয়ে বড় চোরের দল। ৩৪ বছর ধরে চুরি করেছে। ওদের একটা নেতাকেও গ্রেফাতর করেনি।"উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের দু'টি লোকসভা আসনে (বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ) ২০১৯ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল তৃণমূল। তাই এই দু'টি আসনে এ বার আলাদা করে নজর দিয়েছে শাসকদল। মমতাও এই দুই কেন্দ্রে প্রচারে জোর দিচ্ছেন।

# "ধৃতদের মা বোনেদের আমি এজেন্ট করব", বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ মমতার

উত্তর দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): "যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের, মা বোনেদের আমি এজেন্ট করব।" শনিবার এই ভাষাতেই বিজেপির উদ্দেশে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বলেন, "ভোটের আগে আমাদের বুথ এজেন্টদের গ্রেফতার করে নেওয়া হচ্ছে। ভোটের প্রচারের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে। আমিও চ্যালেঞ্জ করছি, যাঁদের গ্রেফতার করেছে, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের, মা বোনেদের আমি এজেন্ট করব। আমাদের আটকাতে পারবে না।"সিএএ নিয়ে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করলেন মমতা। তাঁর কথায়, "ওরা বলছে সিএএ নাকি হিন্দুদের জন্য। না। মিথ্যা কথা। সিএএ মাথা হলে লেজ এনআরসি। সিএএ-র পরেই ওটা করা হবে। সবাইকে বিদেশি বানিয়ে দেবে।"

# গুয়াহাটি, কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারে স্থাপিত অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : লিনেনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং রেলযাত্রীদের উৎকৃষ্ট মানের পরিষেবা প্রদান করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত গুয়াহাটি, কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ারে অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গুয়াহাটির লন্ড্রি প্রতি দিন ১৬ হাজার বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম। একইভাবে কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারের লন্ড্রি প্রতি দিন যথাক্রমে ২,০০০ এবং ২,১০০ বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে অমরনাথ এক্সপ্রেস, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, অবধ অসম এক্সপ্রেস ইত্যাদির মতো গুয়াহাটি ভিত্তিক ট্রেন, নর্থইস্ট এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল ইত্যাদির মতো কামাখ্যা ভিত্তিক ট্রেন, সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের মতো আলিপুরদুয়ার ভিত্তিক ট্রেন এবং আম্রপালি এক্সপ্রেস, চম্পারন হামসফর এক্সপ্রেসের মতো কাটিহার ভিত্তিক ট্রেনগুলির বর্ধিত লিনেনের চাহিদা পূরণ হবে।

আজ শনিবার এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, গুয়াহাটিতে অত্যাধুনিক লন্ড্রিটি টানেল ভিত্তিক সিস্টেমে স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে জল, শক্তি, স্টিম এবং কেমিক্যালের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার সময় বৃহৎ পরিমাণ লিনেন পরিচালনা করার ক্ষমতার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওয়াশিং প্রক্রিয়ার সময় প্রথমে নোংরাযুক্ত লিনেন ওজন করা হয় এবং মেশিনের অটোমেটিক কনভেয়রে প্রেরণ করা হয়। এর পর কম্পিউটারাইজড অপারেশনের মাধ্যমে ভালো করে ধোয়া ও পরিষ্কার করার জন্য লিনেনগুলিকে একটি টানেল ব্যাচ ওয়াশারে লোড করা হয়। এর পর ওয়াশার থেকে লিনেনগুলি ড্রায়ারে স্থানান্তর করার জন্য রোবোটিক ফিডিং ব্যবহার করা হয়। পরে সর্বাধিক জল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে সজ্জিত প্রেসিং সিস্টেমের দ্বারা জল নিষ্কাশন করা হয়।

এর পর ধোয়া লিনেনগুলি একটি শাটেল কনভেয়রে আনলোড করা হয় এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর পর লিনেনগুলি আইরনিং সিস্টেম মেশিনে আইরন করা হয়, যা সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঁজ করে দেয়। যাত্রীদের শ্রেষ্ঠ মানের বেডরোল দেওয়া নিশ্চিত করতে লিলেনের মান পরীক্ষা করার জন্য হোয়াইটনেস মিটার ব্যবহার করা হয়। ওয়াশিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেন সেটগুলি সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলিতে সরবরাহ করার জন্য ব্যাগের মধ্যে প্যাক করা হয়।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর বেডরোল প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর জন্য এ ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

# বেকারসমস্যা, মহালয়া-সুদীপ্তর পর্যবেক্ষণ নিয়ে চর্চা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা ইতিবাচক কথা শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা মহালয়া চট্টোপাধ্যায়ের একটি পোস্ট বড় মাপের প্রশ্ন তুলে দিল। শনিবার সকালে তিনি লিখেছেন, "২০১৬ থেকে আমার বিভাগের কর্মসংস্থানের দায়িত্বে আছি। এবছর হাল খুব খারাপ। সংস্থা বিশেষ আসছেই না, এলেও নিচ্ছে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্ররা প্রথম ধাপ পেরোতে পারছে না।গত বছর কিন্তু ভালোই হয়েছিল চাকরি।কাল সকালে ঘুম ভাঙলো গত বছরের প্রথম স্থানাধিকারীর উত্তেজিত ফোনে। ২০২২ সালের প্রথম প্লেসমেন্টেই চাকরি পেয়েছিল। সেই কোম্পানি তাদের জানিয়েছিল ১৫ এপ্রিল থেকে ট্রেনিং শুরু হবে আর মে মাসে "অন-বোর্ড"। তার বদলে মধ্যরাত্রে মেল যে তারা "অফার রিভোক" করে নিচ্ছে। শুধু তাদের ছয়জনের নয়, ২০২২-২৩ সালে সারা ভারতে যত ছাত্রকে চাকরি দিয়েছিল, সকলের।

মেয়েটিকে যথাসম্ভব সান্তনা দিলাম, বললাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের টপার কখনও বেকার থাকে না।পরে কিন্তু নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ফাঁপা লাগলো! এর পরেও বিশ্বাস করতে হবে সুসময়!"

অনেক প্রতিক্রিয়া এসেছে এই পোস্ট-এর। দুর্গাপুরের রানি রাসমনি স্কুল অফ আর্কিটেকচারের অধ্যক্ষা ইন্দ্রানী ধর লিখেছেন, "এই পরিস্থিতির শিকার শুধু আপনার কলেজের পড়ুয়াদের নয়, অন্য অনেক কলেজের পড়ুয়াদেরও ক্যাম্পাসিংয়ে নির্বাচিত হয়ে পরে এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে - হচ্ছে। পড়ুয়াদেরও তাই ক্যাম্পাসিংয়ের উপর ভরসা থাকছে না।"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর অনিন্দিতা সেন লিখেছেন, "এটা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের প্রসারের প্রভাব। এই চাকরিগুলো মুছে যাচ্ছে। আরও বদল হবে। ভীষণ পরিবর্তন হবে। একমাত্র সর্বোচ্চ দক্ষরাই টিঁকে থাকবে।"শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমা রায়চোধুরীলিখেছেন, " আমিও শুনলাম একটি ছেলের কথা। ইন্টার্নশিপের শেষ দিন বলছে, 'তোমাকে নিচ্ছি না'। তার হাতেও তো কিছু নেই এখন। কী দুর্ভাগ্য!"কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট প্রোফেসর দেবব্রত রায় প্রতিক্রিয়ায় একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত একটি লেখা পোস্ট করেছেন। লেখাটির বিষয়, বোম্বে আইআইটি-র সর্বশেষ ব্যাচের ৩৬ শতাংশ পড়ুয়া এখনও কর্মহীন।

যদিও যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক এবং খড়্গপুর আইআইটি-র এম টেক সুদীপ্ত গুহ এঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ্ত শনিবার পৃথক পোস্টে লিখেছেন, "দেশে চাকরির অবস্থা খুব খারাপ তা কিভাবে প্রমান করা যায়? দেশের এক নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না, এই মিথ্যা খবর বাজারে ছাড়লেই হবে। তাই এবার একবারে আইআইটি বোম্বে। ব্যাপারটা ঠিক কিনা জানতে আমাদের পরের ব্যাচের ফার্স বয়, যে এখন ওখানে সিভিলের হেড, তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ৩৬ু বেকার বলে যে রটনা হচ্ছে, তার ৩০ু চাকরি খুঁজছেই না এবং বাকি ৬ু হয় পড়াশুনা করেনি নয় অন্য কোন সমস্যা আছে। তাছাড়া, এখনো ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ চলছে। বছর শেষ হয় নি। ৩০ু যারা চাকরি চাইছে না তারা উচ্চ শিক্ষা বা সরকারি চাকরি বা ব্যবসার চেষ্টা করছে। কেউ চাকরি খুঁজে নিয়েছে।" সুদীপ্তর মন্তব্যকেও সামাজিক মাধ্যমে সমর্থন করেছেন অনেকে।

# ঠাকুরনগরে শুরু হল বারুনির মেলা, চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার থেকে ঠাকুরনগরে শুরু হল বারুনির মেলা। চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। মেলায় কোনও ১৪৪ ধরা জারি হয়নি বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার।দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের আশঙ্কায় মেলায় ১৪৪ ধারা জারির আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তা নিয়ে আপত্তি তোলেন বিদায়ী জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। এর পর শুক্রবার হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিয়ে বারুনির মেলার নিরাপত্তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন এস পি।প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় মেলায় কোনও ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে না।মমতাবালা জানিয়েছেন, তিনি মেলা বন্ধ হোক চাননি। যাতে দুষ্কৃতীরা মেলায় ঢুকে তাণ্ডব চালাতে না পারে, তাই ১৪৪ ধারার আবেদন করেছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে ঠাকুরবাড়িতে রাজনৈতিক ভাবে আড়াআড়ি বিভাজন ঘটে। সেই বছর তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুরকে লোকসভা ভোটে হারান বিজেপির শান্তনু ঠাকুর।

# ভূপতিনগরে ধৃত দুজনকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি অভিজিতের

পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): ভূপতিনগর বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে গিয়ে শনিবার আক্রান্ত হয়েছে এনআইএ। এ নিয়ে এবার সরব হলেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানালেন।নিবার অভিজিৎবাবু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এর মানে তো তারা চাইছে, তদন্ত না হোক। এর ফল ভুগতে হবে। এনআইএ-র গায়ে হাত দেওয়া বা সিবিআই-ইডির গায়ে হাত দেওয়া এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করা। যারা এই কাজ করল ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নিতে হবে। এটা আমার দাবি ভারত সরকারের কাছে।'ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ-মামলায় তলব এড়ানো দুই তৃণমূল নেতা, কর্মীকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। ধৃত বলাইচরণ মাইতি তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, আর এক ধৃত মনোব্রত জানা স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এর আগে দু'জনকে ২ বার তলব করে এনআইএ। দু'জনেই হাজিরা এড়িয়েছিলেন।ধৃত বলাইচরণের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানায় এনআইএ। বাড়িতে ঢুকেই সবক'টি দরজা বন্ধ করে দেন তদন্তকারীরা।

# জননী

● প্রথম পাতার পর

বন্দী করে পার্থ বছরের পর বছর নিরীহ পরিবারের এই মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে বলে জানা গেছে।ইতিমধ্যে আরো অনেক কুকর্মের নায়ক কল্যাণপুরের বাম যুবনেতা বিধানসভা নির্বাচনের পর কল্যাণপুর থেকে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু অভিযোগ আগরতলা থাকাকালীন সময়েও পার্থ তার কুকর্ম থেকে বেরিয়ে আসেনি, এর বদলে সে প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট মহিলাকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেবে এই ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কিছুদিন পরপর বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করছিল।অবশেষে সংশ্লিষ্ট মহিলা ওনার স্বামীকে সবকিছু খুলে বলে। আরো জানা গেছে পার্থ প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট মহিলাকে ফোন করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত উনার নিরীহ স্বামী এবং সন্তানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে যদি না তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে।এই অবস্থায় নির্যাতনের শিকার মহিলার পাশে দাঁড়ায় উনার স্বামী।

সম্মিলিতভাবে থানায় মামলা দায়ের করা হলে কাল বিলম্ব না করে কল্যাণপুর থানার পুলিশ আগরতলার পশ্চিম থানার সাহায্যে ধর্ষক পার্থকে জালে তুলে নেয়। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানা সূত্রে জানা গেছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৪১৭, ৩২৩ এবং ৫০৬ ধারায় পার্থর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

# ভূপতিনগরে বিস্ফোরণকান্ডে ধৃত দু'জনের এনআইএ হেফাজত

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুই তৃণমূল নেতা বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে শনিবার বিকেলে কলকাতার বিচার ভবনে হাজির করানো হয়। তাঁদের পাঁচ দিনের জন্য হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতের কাছে আর্জি জানায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেসন এজেন্সি বা এনআইএ)।আদালতে এনআইএ জানিয়েছে, তদন্তের অগ্রগতির জন্য ওই দু'জনকে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়ে নগদ ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এবং চারটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি।এনআইএ-র তরফে জানানো হয়, শনিবার ভোর থেকে ভূপতিনগরের পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বলাইচরণ এবং মনোব্রতকে গ্রেফতার করা হয়। মনোব্রতের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, সেখানে স্থানীয়েরা আধিকারিকদের বাধাদানের চেষ্টা করেন। এনআইএ-র এক আধিকারিক অল্প চোটও পান। কয়েক জন সংস্থার গাড়িতে হামলা চালায়।

এনআইএ-র দাবি, ভূপতিনগর থানায় যেতে আধিকারিকদের বাধা দেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্রেফতারি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শেষ করার কথা ছিল এনআইএ-র। সেই থানায় যেতেই বাধা দেওয়া হয়। এই নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এনআইএ। এনআইএ দাবি করেছে, তদন্তে জানা গিয়েছে, মনোব্রত এবং বলাইচরণ বোমা তৈরি এবং তা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করেছিলেন আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য।

# হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীতে মতুয়া ধর্ম মহামেলাকে হ্যাশট্যাগে রেখে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শনিবার এক্স হ্যান্ডলে অমিত শাহ লিখেছেন, "শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীতে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই মহান সাধক তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং একটি নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের পথ দেখিয়েছেন। ঠাকুর জী তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে, যে বিপুল সামাজিক পরিবর্তন করেছিলেন তা তাঁকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আদর্শ করে তুলেছে।ঠাকুর জীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মীয় উৎসবে আগত সকল ভক্তবৃন্দের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

# রাজ্যপাল বোসকে তোপ শিক্ষামন্ত্রী বসুর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : "শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আপনি বেতন জোগাড় করুন। মাইনে দেবে সরকার আর উনি (আনন্দ বোস) লোক বসাবেন, এটা হতে পারে না।" পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শনিবার সংবাদমাধ্যমে এভাবেই কটাক্ষ করলেন।উপাচার্যর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ নিয়ে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত তুঙ্গে। বোসের নির্দেশকে 'এক্তিয়ার-বহির্ভূত' বলে দাবি করে তার সমালোচনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। সেই আবহে বোসকে আবার বিঁধলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য বোসের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে রাজ্যপালই বেতন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকদের!

# কমিশনিং শুরু

● প্রথম পাতার পর

ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি ইভিএম রয়েছে। যার মধ্যে ৭৯৩ টি ভোট কেন্দ্রের জন্য এবং বাকি গুলি রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে।তিনি জানান, যাতে করে নির্বাচনের দিন কোন ইভিএম মেশিনে যান্ত্রিক গোলোযোগ দেখা দিলে ভোট গ্রহন পর্ব বিঘ্নিত না হয়। সব মিলিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন রিটার্নিং অফিসার।

# ক্রীড়াঙ্গন

## সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। তাও ২০৫ রানের বিশাল ব্যবধানে, প্রতিপক্ষ মৌচাককে হারিয়ে। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দাপুটে জয় লালবাহাদুর দলের। শনিবার তালতলা স্কুল মাঠে লালবাহাদুর শিবির মুখোমুখি হয় মৌচাক ক্লাবের। ম্যাচে মৌচাক ক্লাব ২০৫ রানের ব্যবধানে হেরে গেল লালবাহাদুরের কাছে। টস জিতে লালবাহাদুর শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে ভালো ভাবেই কাজে লাগায় লালবাহাদুরের ক্রিকেটাররা। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে তাদের স্কোর দাঁড়ায় ২৩৬ রানে। ব্যাটে দলের পক্ষে প্রিয়াংকা নোয়াতিয়া ৪৫, রেশমি নোয়াতিয়া ৪২, রিফু দেববর্মা ৩৩, অনিতা রানী নোয়াতিয়া ২৬, মামিতা নোয়াতিয়া ১৫, রেবিকা নোয়াতিয়া ১৩ , এলিজা দেববর্মা ১০ রান করেন। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ৩৫ রানের। বোলিংয়ে মৌচাকের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেয় সুমি চক্রবর্তী, অংকিতা তাঁতী ও বিনা লক্ষী ত্রিপুরারা। জয়ের জন্য মৌচাকের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৩৭ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। এই চাপ কাটিয়ে আর উঠা সম্ভব হয়নি মৌচাকের। লালবাহাদুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শেষ পর্যন্ত ২৪.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৩১ রানই করতে সক্ষম হয় দল। বলে লালবাহাদুরের পক্ষে মমিতা নোয়াতিয়া কোনো রান না দিয়ে চারটি উইকেট নেন। এছাড়া, একটি করে উইকেট নেন রিফু দেববর্মা, রেবিকা, এলিজা, চুমকি, নিষিকা দেববর্মারা। সুবাদে দাপুটে জয় হাসিল করেই মাঠ ছাড়লো লালবাহাদুর দল। বিনা রানে ৪ উইকেট, দারুন বোলিং পারফরম্যান্সে মৌমিতা নোয়াতিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটে শ্রীমনের ব্যাটিংয়ে উদয়পুর, সন্দীপের বোলিংয়ে বিলোনিয়া জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ পরিচালিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট সারা রাজ্য জুড়েই শুরু হয়েছে। ডি-গ্রুপের খেলায় উদয়পুর দল এবং বিলোনিয়া জয়ী হয়েছে। উদয়পুরের কেবিআই গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উদয়পুর ১০০ রানের বড় ব্যবধানে সাব্রুম কে পরাজিত করেছে। সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২৪৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম ৪৩.১ ওভার খেলে ১৪৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের শ্রীমন দেবনাথের দুর্দান্ত শতরান এবং রাহুল দেবনাথের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন ১১৮ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত থেকে ১০৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া, উদয়পুরের সোমদেব শীল ১৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। সাব্রুমের রাজেশ ভৌমিক ৩৯ রান সংগ্রহ করে এবং তিনটি উইকেট দখল করে স্পটারদের নজর কেড়েছে।

উত্তর বিলোনিয়া স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় বিলোনিয়া মহকুমা দল ৯৩ রানের ব্যবধানে শান্তির বাজার দলকে পরাজিত করেছে। টস জিতে বিলোনিয়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৪৫ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আকাশ হোসেনের ৪৪ রান, সার্জাদ হোসেন হৃদয়ের ৩৩ রান এবং তপন ঘোষের ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে শান্তির বাজার ২০.৩ ওভার খেলে ৬১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের সন্দীপ দেববর্মা ২৩ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের পথ সুগম করে তুলে এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতিও পায়। এছাড়া তপন ঘোষ ৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

## টি-২০ ক্রিকেটে জয় অব্যাহত রেখে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত জয়নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা চার ম্যাচে জয়। জয়ের ধারা অক্ষুণ রেখে সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। ইউ বি এস টি-র বিজয়রথ

থামিয়ে দিলো জে সি সি। এককথায়, হোঁচট খেলো ইউনাইটেড বি এস টি। জয়ের হ্যাটট্রিক করার স্বপ্ন অধরা রইলো। হারলো জে সি সি-র বিরুদ্ধে। টানা ৪ ম্যাচে জয় পেয়ে শীর্ষে থেকে গেলো বিশ্বজিৎ পালের দল জে সি সি। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে শনিবার দুপুরে জে সি সি ১১৩ রানে পরাজিত করে ইউনাইটেড বি এস টি-কে। দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জে সি সি ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে হিমাংশু সিং ৪৬ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯, শুভম রাই ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, অভিনব ভাট ১৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে পারভেজ সুলতানের ভেলকিতে মাত্র ৬১ রানে গুটিয়ে যায় ইউ বি এস টি। দলের পক্ষে রামপ্রসাদ সিং ১৪, শতদীপ সাহা ১০ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে পারভেজ সুলতান ৯ রানে ৪ টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, চৌধুরি জুনেদ কালাম ১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

## টি-২০ ক্লাব ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে চলমানের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যাহত চলমান সংঘের। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয়। প্রথম খেলায় সংহতির কাছে ৬ উইকেটে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরেছিল শতদল সংঘকে সাত উইকেটে হারিয়ে। শনিবার জয়ী হয়েছে মৌচাককে ৮ উইকেটে পরাজিত করে।

মজা করে বলা যায়, চলমানে বেমানান হয়ে গেল মৌচাক ক্লাব। টিসিএ পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী টি ২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শনিবার এমবিবি মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। চলমান সংঘ ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো মৌচাক ক্লাবকে। টস জিতে মৌচাক শিবির প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৭৮ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর গড়ে দীপ্তনু চক্রবর্তী।

২০ রানে সে নট আউট থাকে। এছাড়া প্রীতম দাস ১৩, রিয়াদ হোসেন ১৩ রানে অক্ষত থেকে অতিরিক্তের ৯ রানের পুঁজিকে সঙ্গী করে স্কোরবোর্ডে দাঁড় করায় এই ৭৮ রান।

বলে চলমানের পক্ষে রকি তিনটি এবং দুটি করে উইকেট ভাগ করে কৃষ্ণধন নমঃ ও তন্ময় দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে যদিও চলমানের শুরুটা নড়বড়েই হয়।

দুজন ওপেনার একজনও সঠিকভাবে ভরসা যোগাতে পারেনি।

এই অবস্থায় দলের হাল ধরে তন্ময় দাস ও বিকাশ সিংরা। এই দুজন উইকেট আগলে স্কোরকে রানের অক্সিজেন দিতে থাকে। অবশেষে ১২ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে তন্ময় ৩৩ এবং বিকাশ ৩৩ রানে নট আউট থেকে দলকে জয়ের সফলতা এনে দিতে সক্ষম হলেন। তন্ময় পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে অনীক, অর্ঘ্যের পারফরম্যান্সে কৈলাসহর ও এলটিভি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট শুরু হয়েছে। সি-গ্রুপের খেলায় কৈলাসহর দল এবং লংতরাই ভ্যালি জয়ী হয়েছে। কৈলাসহরের আর কেআই গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কৈলাশহর ৪৪ রানের ব্যবধানে কমলপুর কে পরাজিত করেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কমলপুর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০.৩ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর ৩০.৫ ওভার খেলে ৯৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের রাজন সিনহার ৩৮ রান এবং বিনীত যাদবের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। তবে ওপেনার অনীক দে ১৯ রান সংগ্রহের পাশাপাশি বোলিংয়ে তিনটি উইকেটে পেয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি পায়। এছাড়া, কমলপুরের শুভম দাস ৩৮ রান সংগ্রহ করে এবং ধ্রুবজিৎ ও প্রান্তিক তিনটি করে উইকেটে পেয়ে বেশ নজর কেড়েছে। ধর্মনগর কলেজ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় লংতরাই ভ্যালি দল ৯৯ রানের বিশাল ব্যবধানে ধর্মনগর দলকে পরাজিত করেছে। টস জিতে এলটিভি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৪.৪ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর দুর্দান্ত ৭৯ রান উল্লেখযোগ্য। অর্ঘ্য ১০৩ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। জবাবে ধর্মনগর ২৬.৩ ওভার খেলে ৭০ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের অমরেশ সিংহ ১৫ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের পথ সুগম করে তুলে।

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, ১- ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রের অন্তর্গত যে সমস্ত প্রবীণ নাগরিকগণ ( যাদের বয়স ৮৫ বছর ও তার উর্ধে), বিশেষভাবে সক্ষম (দিব্যাসজন), করোনায় আক্রান্ত এবং সংক্রমিত ব্যক্তিগণ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাড়ি থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ গ্রহণের জন্য ফর্ম ১২ ডি পূরণ করে ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিয়েছেন, আগামী ১০ এবং ১২ এপ্রিল ২০২৪ ইং উনাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

ধন্যবাদান্তে
রিটার্নিং অফিসার
১- ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্র পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-19/24

## রাজ্য ক্রিকেটে মৈনাক, মাহিন, শিবমের পারফরম্যান্সে সদর-এ ও মোহনপুর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। বি-গ্রুপের খেলায় সদর-এ দল এবং মোহনপুর জয়ী হয়েছে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মোহনপুর ১০৮ রানের ব্যবধানে সোনামুড়া কে পরাজিত করেছে। সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৫ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া ৩৩ ওভারে ১০৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের জয়ন্ত বিশ্বাসের ৬১ রান এবং অন্তরীপ সাহার ৪০ রান উল্লেখযোগ্য। তবে বোলিং এর ক্ষেত্রে শিবম দত্ত ২৬ রানে ছটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, সোনামুড়ার দেবারুন সাহা ৩৮ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল।

রানির বাজার গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় সদর এ দল ২৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জিরানিয়া দলকে পরাজিত করেছে। টস জিতে সদর এ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৪৫ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৯৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মৈনাক সাহা এবং মাহিন চৌধুরীর দুর্দান্ত শত রান উল্লেখযোগ্য। মৈনাক ১১৮ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক মাহিন ১০১ রান সংগ্রহ করেছে ১২৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। জবাবে জিরানিয়া ২২.১ ওভার খেলে ৪৮ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। মাহিন চৌধুরীর নয় রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের নিরিখে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

## করন শাহ-র মারকুটে ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে সংহতির শতদল জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের মধ্যেই রয়েছে সংহতি ক্লাব। মাঝে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর কাছে ২৭ রানে পরাজয়ের পর্বটা বাদ দিলে সংহতি চতুর্থ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয় পেয়েছে। শনিবারের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালের ম্যাচে সংহতি নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে শতদল সংঘকে পরাজিত করেছে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে হারিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ভিকি সাহা সর্বাধিক ৩০ রান পায়। সংহতির বোলার অমিত আলী সাত রানে তিনটি, শাহরুখ হোসেন ১৩ রানে দুটি এবং চিরঞ্জিত পাল নয় রানে একটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি মূলতঃ ওপেনার করণ শাহের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে সহজেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। করন ২২ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। ১৭ বলে করনের অর্ধশতক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

## সমীরন স্মৃতি ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে কসমোপলিটন ক্লাব। প্রথম দুই ম্যাচে টানা জয়ের পর তৃতীয় খেলায় সংহতির কাছে ৯ রানে পরাজয়টা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কসমোপলিটন ক্লাব। শনিবারে ফের আট উইকেটে সহজ জয় পেয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টারকে হারিয়ে। টি ২০ ক্রিকেট আসরে শনিবার টি আইটি মাঠে ওপিসি দলের মুখোমুখি হয় কসমো দল। ম্যাচে কসমপলিটন ক্লাব ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ওপিসিকে টস জিতে কসমো শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করে। ব্যাটে ওপিসি দল ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯২ রান। ব্যাটে শান্ত মজুমদার ২৮, অর্কজিত দাস ১৩, নবারুণ চক্রবর্তী ১৭ রান করে। বোলিং-এ কসমোর পক্ষে সৌরভ কর ৩টি, বিক্রম দেবনাথ ও চন্দন রায়রা ২ টি করে উইকেট নেয়। পাল্টা খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১৮ ওভারে দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে বাবুল দে ৫৭ রানে এবং বিক্রম দেবনাথ ১৫ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতেসহজ জয় কসমপলিটনের। টি ২০ ক্রিকেট আসরে শনিবার টি আইটি মাঠে ওপিসি দলের মুখোমুখি হয় কসমো দল। ম্যাচে কসমপলিটন ক্লাব ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ওপিসিকে টস জিতে কসমো শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করে। ব্যাটে ওপিসি দল ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯২ রান। ব্যাটে শান্ত মজুমদার ২৮, অর্কজিত দাস ১৩, নবারুণ চক্রবর্তী ১৭ রান করে। বোলিং-এ কসমোর পক্ষে সৌরভ কর ৩টি, বিক্রম দেবনাথ ও চন্দন রায়রা ২ টি করে উইকেট নেয়। পাল্টা খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১৮ ওভারে দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে বাবুল দে ৫৭ রানে এবং বিক্রম দেবনাথ ১৫ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। এছাড়া সম্রাট সিনহা ২১ রান যোগ করে দলের জয়ে। ৪৬ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেট রক্ষক বাবুল ৫৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়।

## মহিলা ক্রিকেটের ভাইটাল ম্যাচে এগিয়ে চলোকে হারালো এডি নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দারুন জয় এডি নগর প্লে সেন্টারের। হারিয়েছে শক্তিশালী এগিয়ে চলো সংঘ কে। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে এডি নগর প্লে সেন্টার জয়ের হ্যাটট্রিকও করে নিয়েছে। টিসিএ পরিচালিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে এডি নগরে আটকে গেল এগিয়ে চলো সংঘ। শনিবার মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ঘটলো এই ঘটনা। টস জিতে এডি নগর দল প্রথমে ব্যাট করে। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে এডি নগরের স্কোর দাঁড়ায় ১১৮ রানে। ব্যাটে দলের হয়ে এঞ্জেল পাল সর্বাধিক ৪৫ রান করেন। এছাড়া প্রিয়া সরকার ১৭, মৌটুসী দে ১৭, অনন্যা দেবনাথ ১১, সুইটি সিনহা ১৩ রান করেন।

বোলিংয়ে এগিয়ে চলোর পক্ষে তনুশ্রী সাহা ২৪ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন। এছাড়া, দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় অংকিতা পাটারি ও অস্মিতা রায়রা। মামন রবি দাস একটি উইকেট নেন। জয়ের জন্য এগিয়ে চলো সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১১৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ৩০.২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ৭৩ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে দলের পক্ষে প্রিয়া সূত্রধর ২১ নট আউট, তানিশা দাস ১২, মামন রবি দাস ১৭ রান করলে ও আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি। সুবাদে পরাজয় হজম করেই মাঠ ছাড়তে হলো দলকে। বিজয়ী দলের হয়ে বল হাতে হিরামনী গৌর ১০ রানে ৪ টি, পারমিতা চক্রবর্তী ১৪ রানে ৩ টি এবং প্রিয়াংকা আচার্য ১৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। সুবাদে প্রত্যাশিত জয় হাসিল করে নিলো এডি নগর প্লে সেন্টার। হিরামনি দশ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়।

## ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ফুটবল প্রতিযোগিতায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফ্লাড লাইটে মোট তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় ছেলেদের বিভাগে ফিজিক্যাল এডুকেশন ২-১ গোলের ব্যবধানে আই এম ডি কে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে। মেয়েদের বিভাগে ফিজিক্যাল এডুকেশন-এ দল ফিজিক্যাল এডুকেশন-বি দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পায়। এছাড়াও টিচিং স্টাফ ও নন টিচিং স্টাফের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী প্রীতি ম্যাচে টিচিং একাদশ, নন টিচিং একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। এদিন ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফুটবলে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষক মধুমানিক লোধ ও রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের শারীর শিক্ষক তথা কোচ আবু তাহেরকে সংবর্ধিত করা হয়। উনাদের হাতে পুষ্পস্তবক ও মানপত্র তুলে দেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড় দীপক শর্মা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা, সম্মানীয় অতিথি এসবিআই ক্যাম্পাস ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঋষি কুমার, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক শাওন রায় চৌধুরী, অধ্যাপক প্রশান্ত দাস ও অধ্যাপক সুদীপ দাস প্রমূখ।

## অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু সদর বি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সদর বি অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটেও যথেষ্ট সাবলীল। টিসিএ পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ভিত্তিক ক্রিকেটে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো সদর বি দল। তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সদর বি দল ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো আমবাসাকে। টস জিতে আমবাসা দল প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৩২.৩ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৯৩ রান।

ব্যাটে সমর রুদ্রপাল ২৭, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ২১, রাজবীর সিং ২৮ রান করে। অতিরিক্ত থেকে আসে ১১ রান।

বলে সদর বি দলের পক্ষে শুভ দাস ৪টি, সন্দীপন দাস ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় তুহীন দেবনাথ, দীপ জয় গুরু বিশ্বাস, দিগ্বিজয় দেববর্মারা। পাল্টা খেলতে নেমে সদর বি দল ১৮.৩ ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আরিয়ান কুমার সিং ৪৩ রানে নট আউট থাকে। এছাড়া সৌম্যজিত সরকার ২৭, ময়ুখ চৌধুরী ১৩ রান করে। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো সদর বি দল। ১৮ রানে চারটি উইকেট দখলের সৌজন্যে সদর বি-র শুভ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# কৃষকদের লাভের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত : রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।।** ত্রিপুরার কৃষকদের লাভের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত শনিবার রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু লেন্থুছড়া স্থিত রাজ্যের একমাত্র কৃষি মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন একথা বলেন।

এই সময় রাজ্যপাল কথা বলেন কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে,বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করেন কৃষি মহাবিদ্যালয় কর্তপক্ষ এর সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে।খতিয়ে দেখেন বিভিন্ন গবেষণা ও গবেষণার ফলাফল।

যার মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে বেবি কর্ন উৎপাদন,পিয়াজ উৎপাদন সহ বিভিন্ন বিষয় যে গুলি আগে বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো।বলা বাহুল্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গোটা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি,রাজ্যের কৃষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে পরিদর্শন করছেন বিভিন্ন এলাকা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে হয়তো এই প্রথম কোনো রাজ্যপাল এমন নজির স্থাপন করলেন।

খতিয়ে দেখছেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সাধারণ জনগণ পাচ্ছেন কিনা যেখানেই ও নিয়ম দেখছেন সেখানেই আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সাধারণ জনগণকে দেওয়া হয়।এ সময় রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন তিনি রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থে সবকিছু করতে প্রস্তুত রয়েছেন পাশাপাশি তিনি বলেন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করছেন দেখছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সাধারণ জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা এবং কৃষি বিদ্যালয় পরিদর্শন নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন বর্তমান সময়ে পেঁয়াজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলি আমরা বহির রাজ্য থেকে আমদানি করতাম বর্তমানে তা রাজ্যের উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিভিন্ন গবেষণার যে ফল তা যতদিন পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে পৌঁছানো না যাবে কৃষকরা তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন না তাই কৃষকদের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন গবেষণার বিষয় এর সঙ্গে কৃষকদের সংযুক্ত করা যায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই পরিদর্শনে আসেন পাশাপাশি বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এই সময় তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে।

## পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।।** মাটির নিচ থেকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু পলাতক বাড়ির মালিক। তাঁকে আটক করা যায়নি।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর আনন্দপুর গ্রামের আশাদুল হকের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে মাটির নিচ থেকে ১৬টি ড্রামে ৭৫৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকা হবে। কিন্তু পালাতক বাড়ি মালিক। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহন করে সোনামুড়া থানার পুলিশ।

## বিহারে খুনের অপরাধে পানাগড়ে পুলিশের জালে ধৃত অভিযুক্ত

দুর্গাপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : দু-দুটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত। পানাগড়ে আত্মগোপন করেও শেষ রক্ষা হল না। অবশেষে বিহার পুলিশের জালে ধরা পড়ল বমাল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম অজিত যাদব। শুক্রবার, পানাগড় ওয়া পাড়ায় আত্মীয়র বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিহার পুলিশ। শনিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে বিহার পুলিশের হাতে ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন। বিহার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে বিহারের ভাগলপুরের ন"গাছিয়া থানা এলাকায় বিনোদ যাদব নামে এক ব্যাক্তিকে খুন করে অজিত। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে আসে। চলতি বছর গত ৮ মার্চ মিঠুন যাদব নামে এক ব্যাক্তিকে খুন করে সে। এরাজ্যে এসে আত্মগোপন করেছিল। জানা গেছে, পানাগড়ে নতুনপাড়া এলাকায় আত্মিয়র বাড়িতে ডেরা নেয় অজিত। এখানে অবৈধ বালি কারবার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এদিন তার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিহার পুলিশ জানিয়েছে,' আদালতে তার ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। ভাগলপুর নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।'

## সার্কিট হাউসে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের প্রস্তুতি বিষয়ক সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ এপ্রিল।।** শনিবার বিলোনিয়া আসেন ২ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের (তপ :উপজাতি )সাধারণ পর্যবেক্ষক শচিন্দ্র প্রতাপ সিংহ। তিনি বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের প্রস্তুতি বিষয়ক সভা করেন,সভায় প্রথমে পর্যবেক্ষক শচীন্দ্র প্রতাপ সিংহকে জেলার পক্ষ থেকে বরণ কোরে নেওয়া হয়।

যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক তথা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার সাউথ অশোক কুমার সিনহা, এসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারগণ, নির্বাচন বিষয়ক জেলার সকল নোডাল অফিসারগণ, জেলার সকল মহকুমা পুলিশ অধিকারিকগণ, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডেন্টগণ, সর্বোপরি নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত অন্যান্য অধিকারিকগণ।

সভায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান, দূরত্ব, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রীগুলিতে লব্ধ পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন এবং গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি ভোটদানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোরে ৮০ উর্ধ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ ব্যক্তি এবং অন্যভাবে স্বক্ষম ব্যক্তিদের ভোটদানের সুযোগ সুবিধাগুলো ভোটার্স এডুকেশন এবং ইলেকটরাল পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রেম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা ও নিশ্চিত করার কথা বলেন, পরিশেষে ভোটাররা যাতে আনন্দে এবং উৎসবের মেজাজে ভোট দান করতে পারে সেটাও নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। সভা শেষে সাধারণ পর্যবেক্ষক শচীন্দ্র প্রতাপ সিংহ জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও পুলিশ সুপার সহ সব অধিকারিকদের নিয়ে বিলোনিয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩৭ ঋষ্যমুখ বিধানসভা ক্ষেত্রের স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন।

## ৩৫.৬৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার, ধৃত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।।** গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫.৬৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানা পুলিশ। সাথে ওই মহিলাকে আটক করা হয়েছে। এর আগেও ওই মহিলাকে নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের অপরাধে দুবার এনসিসি থানার পুলিশ আটক করেছিলেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত লিচু বাগান গোয়ালা বস্তিতে কালা দেবী নামে এক মহিলার কাছে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে ৩৫.৬৫ গ্রাম হেরোইন সহ খালি কন্টেনার উদ্ধার করে এনসিসি থানা পুলিশ। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, এর আগেও কালা দেবীকে দু'বার এনসিসি থানার পুলিশ আটক করেছিলেন। এবার আরো বেশি পরিমাণে ব্রাউন সুগার সহ তাকে পাওয়া যায়।

**এদিকে,** গাপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খোয়াই শহরের বনকর এলাকা থেকে ৪৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে খোয়াই শহরের বনকর এলাকার বাসিন্দা কাজল তাঁতি (৩৭)-র বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৪৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হবে। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয় নগদ ৮৯ হাজার ৯০০ টাকা। সঙ্গে চারটি মোবাইল ফোন। সাথে কাজল তাঁতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

## ভূপতি নগরকান্ডে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ চান নিশীথ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইএ আধিকারিকদের গাড়িতে হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক দাবি তুললেন, রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।ওই ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ বলেন, ''বাংলায় আইনশৃঙ্খলা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। একের পর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর যে ভাবে পরের পর আক্রমণের ঘটনা ঘটছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বাংলায় কেন এরকম ঘটনা বার বার ঘটছে, সেই প্রশ্ন উঠছে।''

নিশীথবাবু বলেন, ''যে ভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর হামলার ঘটনা ঘটছে, এ নিয়ে আমরাও অপেক্ষা করব।''নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতার সরকারকে একহাত নিয়েছে বিজেপি। ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপর আক্রমণকে সন্দেশখালি ২.০ বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে ইডির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপর হামলার তুলনা টানেন।

## গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত দুই মহিলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ এপ্রিল।।** কৈলাশহর কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সামনে একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল দুই মহিলা।উক্ত বিষয় নিয়ে শনিবার দুপুর বেলা কৈলাশহর থানায় অভিযোগ দায়ের।

জানাযায় কৈলাশহর দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা,। রীনা দে এবং উনার মা মিলে ব্যাংকের কাজে কৈলাশহর কো অপারেটিভ ব্যাংকে গিয়েছিলেন। কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সামনে রিনা দে এবং উনার মাকে পেছন দিক থেকে একটি গাড়ি এসে সযুরে ধাক্কা মারে, যার ফলে ওই দুই মহিলা রাস্তার মধ্যে ছিটকে পড়ে যায় এবং গুরুতরভাবে আহত হয় রিনা দের মা।

পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে সে গাড়িটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর সেই গাড়ির কোন সন্ধান না পেয়ে শনিবার দুপুর বেলা কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করে।পুলিশ অভিযোগ মূলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত এক

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স): বেপরোয়া গতি এবং পিছন থেকে প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক স্কুটি চালকের। মৃতের নাম বাপ্পা ঘোষ (৪৮)। ঘটনাটি নিউটাউন বিশ্ব বাংলা সরনির ইকোপার্ক দু নম্বর গেটের কাছে। ঘাতক গাড়িটিকে আটককরেছে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিশ।স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে খবর,শনিবার পৌনে বারোটা নাগাদ নিউটাউন বিশ্ব বাংলা সরনি ধরে ইকোপার্ক এক নম্বর গেট হয়ে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে বেপরোয়া গতিতে একটি স্কুটি যাচ্ছিলো সেই সময় পেছন থেকে একটি প্রাইভেট চার চাকা গাড়ি স্কুটির পেছনে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপর ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে স্কুটি চালক ডিভাইডারের জলের মধ্যে মাথা ঢুকে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘাতক গাড়িটিকে আটককরেছে নিউটাউন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিশ এবং ইকোপার্ক থানার পুলিশ। আসেন বিধাননগর পুলিশের ডিসি নিউটাউন মাণব সিংলা এবং ডিসি ডিসি ট্রাফিক নর্ভু ভুটিয়া, নিউটাউন এর দায়িত্বে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখে দুর্ঘনার কারণ ক্ষতিয়ে দেখছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ।

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত বিজেপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ছবি নিজস্ব।

## আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিদায় অনিবার্য : জিতেন্দ্র চৌধুরী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।।** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিদায় অনিবার্য। তাদের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। আজ ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে শান্তিরবাজারের বীরচন্দ্রমনুতে নির্বাচনী সভায় এমনটাই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী এদিন তিনি বলেন, দেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো ধরণের পরিসংখ্যান দপ্তরের কোনো তথ্য রাখেনি। শুধু প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তথ্য দেওয়া হবে। নির্বাচনে মিথ্যে তথ্য প্রচার করছে বিজেপি। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখানো প্রধানমন্ত্রী আড়াই লক্ষ কোটি টাকার ঋণ করেছেন। আড়াই লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা দেশবাসীর মাথায় চাপিয়েছেন। বিজেপি সরকার একটাও প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। তাঁর দাবি , দেশের মধ্যে কলঙ্কিত, দুর্নীতিবাজ দল ভারতীয় জনতা পার্টি।

## ইডি আর ইনকাম ট্যাক্স বিজেপির টাকা তোলার বক্স: মমতা

উত্তর দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : এনআইএ আর সিবিআই বিজেপির ভাইভাই, ইডি আর ইনকাম ট্যাক্স বিজেপির ফান্ডিং বক্স'।শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের হেমতাবাদ থানার মাঠে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তাঁর দলের কর্মীদের গ্রেফতার করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূলনেত্রী। বিজেপির "চক্রান্ত"র বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি জানান, যাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরই ভোটের এজেন্ট করা হবে।কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের উদ্দেশে রায়গঞ্জের প্রচার মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, "ভয় দেখাচ্ছি না, ভাইবোন সম্বোধন করে বলছি। কিন্তু যে আধিকারিকেরা এমন করছেন তাঁদের বলছি, বিজেপি কিন্তু সারাজীবন ক্ষমতায় থাকবে না। আমরা সব নজরে রাখছি।"এনআইএ, সিবিআই, ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দিল্লির মসনদে থাকা বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছে বলে বারবার অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব । এদিন সেই অভিযোগই আরও স্পষ্ট করেন তৃণমূলনেত্রী।এদিন হেমতাবাদের থানার মাঠে নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'এনআইএ আর সিবিআই বিজেপির ভাইভাই । ইডি আর ইনকাম ট্যাক্স বিজেপির টাকা তোলার বাক্স ।' ইডি, আয়কর দফতরকে বিজেপির ফান্ডিং বক্স বলে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "ওঁরা তল্লাশি অভিযান করে টাকা তুলছে আর বিজেপির তহবিলে দিয়ে দিচ্ছে।'রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে হারিয়ে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রেটি দখল করে।এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগেই গোটা শহরে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায়, যাতে লেখা ছিল, 'বিজেপিকে চাই! বহিরাগত দেবশ্রী চৌধুরীকে নয়।' এই ঘটনা জেলা বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কলহেরই ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাই এবারের বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্দ্বকে কাজে লাগিয়ে এই কেন্দ্র ফিরে পেতে মরিয়া শাসকদল। সেই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভা কতটা ছাপ ফেলবে, সেটাই দেখার বিষয়।

## রাতে পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল, (হি.স.): ফের কলকাতায় বাড়ি ভাঙার আতঙ্ক। গার্ডেনরিচ, বউবাজারের পর এবার বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।রাতেই সেখানে দ্রুত পৌঁছয় দমকল বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলার দল। শনিবার সকালেও আসেন পুরসভা ও জোড়াবাগান থানার পুলিশকর্মীরা। এলাকার বিধায়ক শশী পাঁজা ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনা হাজরা ঘটনাস্থলে যান।বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দাদের অন্যত্র যাওয়ার কথা বলে নোটিসও দেওয়া হয়েছে। পাশের একটি জমিতে চলছে বহুতল গড়ার কাজ। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে পাইলিং করার জন্যই এই বিপত্তি। ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা শনিবার ঘটনাস্থলে যান।ওই বাড়ির দুই বাসিন্দাকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের একজন ৪৮ বছরের প্রভাদেবী সিং, অন্যজন ৩৬ বছরের বিশ্বামিত্র উপাধ্যায়। দোতলার দেওয়াল ভেঙে তাঁদের দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল উদ্ধার করে।

## হাইলাকান্দি জেলায় পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোটের স্থান ও তারিখ ঘোষণা

হাইলাকান্দি (অসম) ৬ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন হাইলাকান্দি জেলায় পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোটিং এর স্থান ও তারিখ ঘোষণা করেছে জেলা নির্বাচন বিভাগের পোস্টাল ব্যালট পেপার সেল।পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলের অফিসার ইনচার্জ অমিত পারভোসা শনিবার পোস্টাল ব্যালট পেপার ভোটিং এর স্থান ও তারিখ ঘোষণা করে জানান, হাইলাকান্দি জেলায় ভোটের কাজে নিয়োজিত পোলিং পার্সনোলরা ১৮ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এস এস কলেজের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভোটদান করবেন।

অপরদিকে বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার কাজে নিয়োজিত ( এভিইএস) কর্মীরা ১৯ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ডি সি অফিসের পাবলিক ফেসিলিয়েশন সেন্টারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

## গরম পড়তেই পানীয় জলের সংকট গ্রামাঞ্চলে, ভোট বয়কটের ভাবনা

বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : গরম পড়তে না পড়তেই গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সংকট শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং দাবদাহ বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি বাড়ছে পানীয় জল ও ব্যবহারিক জলের সংকট। এখন থেকেই জেলার বিভিন্ন গ্রামের পানীয় জলের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। এমনও গ্রাম আছে সেখানে দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ধরে গরম পড়লেই পানীয় জলহীন হয়ে পড়ে একটা গোটা গ্রাম। বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাপুড়িয়া গ্রামের ছবি এরকমই। ৪৫০ পরিবারের বাস এখানে। পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীদের পায়ে হেঁটে যেতে হয় প্রায় আড়াই কিমি রাস্তা।

গ্রামের বাসিন্দা অজিত কুমার ঘোষ বলেন, ২০২০ সালে গ্রামে ২টি ট্যাপ কল বসানো হয়। সুন্দর জল পড়তো। তার পর ঘরে ঘরে বসলো পানীয় জলের কল। কিন্তু জল আর আসে না। যে ২ সর্বজনীন কল ছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে গেল। অজিত ঘোষ জানান গ্রাম থেকে ৩ কিমি দুরে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু জল তুললেই ঝরঝর করে জল বেরিয়ে যায়। ফলে ট্যাঙ্কেও জল ওঠে না। এই সমস্যার বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনিক স্তরে লিখিত আকারে আবেদন জানালেও সুরাহা হয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি, শুধুমাত্র প্রতি ভোটের আগে ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জলের সরবরাহ করলেও ভোট মিটে যাওয়ার পর সেই ব্যবস্থার আর দেখা মেলেনা। লোকসভা ভোট আসন্ন। তাই ভোট চাইতে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। তাদের কাছে গ্রামবাসীদের বক্তব্য ভোটের আগে সমস্যার সমাধান না হলে তারা ভোট দেবেন না।

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে রামনগরের প্রার্থী দীপক মজুমদার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।